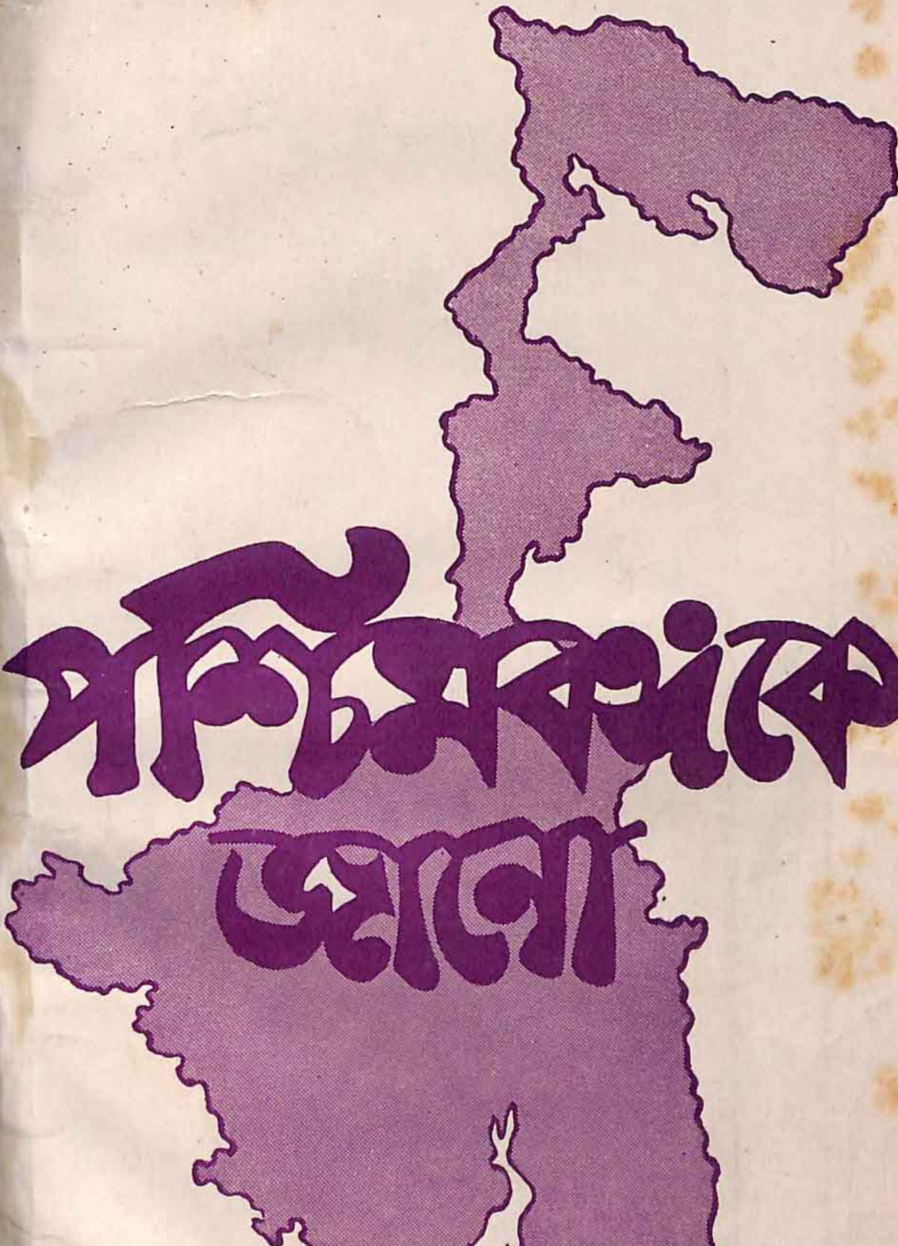
পশ্চিমবঙ্গকে জানো



পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য
সাধারণ জ্ঞানের অবশ্য পাঠ্য পুস্তক

পশ্চিমবঙ্গকে জানো

[সর্বাধুনিক ও নির্ভুল তথ্য সম্বলিত পশ্চিমবঙ্গের উপর
প্রথম সাধারণ জ্ঞানের বই]

[সংশোধিত সংস্করণ এপ্রিল-১৯৮৯]

স্বপনকুমার ভট্টাচার্য

টিচার্স কনসার্ন

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী শোভারাণী ভট্টাচার্য
টিচার্স কনসার্ন
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৬
দ্বিতীয় সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৮৮
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৮৯

মূল্য : ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা

মুদ্রাকর :
কৌশিককুমার মুদী
আদ্যাশ্রী প্রেস
১৩/১, বলাই সিংহ লেন
কলকাতা-৯

পশ্চিমবঙ্গকে জানো

আমরা কোন রাজ্যে বাস করি ?—পশ্চিমবঙ্গে।

পশ্চিমবঙ্গ নাম হল কেন ?—পূর্বে এই রাজ্যের নাম ছিল বঙ্গদেশ। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। এর ফলে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এর ফলে আমাদের বঙ্গদেশও বিভক্ত হয়। বৃহৎ অংশ পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ) পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্ষুদ্র অংশটি পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত হয়।

এই রাজ্যের নাম বঙ্গদেশ হল কেন ?—পুরাকালে এই ভারতবর্ষে 'বলি' নামে এক রাজা ছিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র নামে তাঁর পাঁচ পুত্র ছিল। তিনি পাঁচ পুত্রকে পাঁচটি জনপদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাদের নাম অনুসারে অঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ, কলিঙ্গদেশ, সুহ্মদেশ ও পুণ্ড্রদেশ সৃষ্টি হয়। বিহারের ভাগলপুর জেলা প্রাচীন অঙ্গদেশ, উড়িষ্যার পুরী ও গঞ্জাম জেলা মিলে কলিঙ্গদেশ। বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগ ছিল বঙ্গদেশ। সুহ্মদেশ বলতে রাঢ় দেশ অর্থাৎ সমগ্র বর্ধমান বিভাগ এবং পুণ্ড্রদেশ ছিল বর্তমান রাজসাহী জেলা (বাংলাদেশ) এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ। এক সময় সমস্ত রাজ্য মিলে বঙ্গদেশ নামে পরিচিত হয়। আবার কালক্রমে বঙ্গদেশ চার অংশে বিভক্ত হয়। রাঢ়, বরেন্দ্রভূমি, বঙ্গ, সমতট। রাঢ়—অজয় নদের উভয় তীরে (বর্ধমান বিভাগ), বরেন্দ্রভূমি—উত্তরবঙ্গ (রাজশাহী বিভাগ), বঙ্গ—পদ্মা-মেঘনা বিধৌত অঞ্চল এবং সমতট—দক্ষিণ দিকের বঙ্গোপসাগরের উপকূল অঞ্চল। আবার এক সময় এই ভূ-ভাগগুলি গৌড় নামে পরিচিত হয়। তারপরে গৌড় নামও বাদ হয়ে যায় এবং ক্রমে বঙ্গ নামে এই দেশ সমধিক পরিচিত হয়।

বঙ্গদেশ বিভক্ত হয়েছিল কেন ?—রাজনৈতিক কারণে বঙ্গদেশের হিন্দু প্রধান এলাকা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং মুসলমান প্রধান এলাকা নিয়ে পূর্ববঙ্গ এর সৃষ্টি হয়।

বাংলা ভাষা কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছে ?—বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা

থেকেই বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। অনুমান করা হয় পাল যুগেই বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে। আর্যগণের ভাষা কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে 'প্রাকৃত' রূপ গ্রহণ করে; এই প্রাকৃত ভাষার বিবর্তনেই বাংলা ভাষার সৃষ্টি। আদিতম বাংলা ভাষার একমাত্র নমুনা 'চর্যাপদ'।

মধ্যযুগের বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' নামক পদাবলী গ্রন্থ হইতেই বাংলা সাহিত্যের সুস্পষ্ট আরম্ভ।

বাংলা লিপির উদ্ভব কাল কবে?—আমরা যে বাংলা লিপির হরফগুলি ব্যবহার করি, সেগুলির উদ্ভব কাল হল পাল ও সেন যুগে।

প্রাচীন বঙ্গদেশের আয়তন কত?—২ লক্ষ ৪৫ হাজার বর্গমাইল।

প্রাচীন বঙ্গদেশের বিখ্যাত স্থানগুলি কী কী?—গৌড়, কর্ণসুবর্ণ, উদন্তপুর, তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রবর্ধন, দণ্ডভুক্তি, সোমপুর, বিক্রমশীলা, বিক্রমপুর, লক্ষণাবতী, হরিকেল, সুহ্ম।

প্রাচীন বঙ্গদেশের মণীষী কে কে?—শশাঙ্ক, আচার্য ধর্মপাল, আচার্য শীলরক্ষিত, আচার্য দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞান, সন্ধ্যাকর নন্দী, চক্রপাণি দত্ত, সর্বানন্দ, জয়দেব, হলায়ুধ, অনিরুদ্ধ ভট্ট, ধোয়ী, শূলপাণি, শ্রীধর আচার্য, ধীমান ও বীটপাল, শীলভদ্র, গোপাল দেব, শান্তি রক্ষিত, আদিশূর।

পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম কী?—শ্রীহর্ষ, হান্দোড়, দক্ষ, ভট্টনারায়ণ, বেদগর্ভ।

পঞ্চ কায়স্থর নাম কী?—মকরন্দ ঘোষ, বিরাট গুহ, পুরুষোত্তম দত্ত, দশরথ বসু, কালিদাস মিত্র।

বঙ্গদেশের আদিবাসী কারা?—কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল।

বার ভুঁইঞা কাদের বলা হত?—মোঘল রাজত্বকালে বঙ্গদেশে যে বার জন ভূস্বামী স্বাধীনভাবে নিজ নিজ রাজ্যে রাজত্ব করতেন তাদের বার ভুঁইঞা বলা হত (১) বিষ্ণুপুরের হাম্বির মোল্লা, (২) চাঁদ প্রতাপের চাঁদ গাজী (৩) ভাওয়ালের ফজল গাজী (৪) তাহেরপুরের কংসনারায়ণ (৫) পুটিয়ার রামচন্দ্র (৬) ভূষণার মুকুন্দ রায় (৭) চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ ৮) বিক্রমপুরের চাঁদ রায় (৯) ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য (১০) যশোরের প্রতাপাদিত্য (১১) দিনাজপুরের গণেশ ভাদুড়ী, (১২) খিজিরপুরের ঈশা খাঁ।

বঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা কে ছিলেন?—লক্ষ্মণ সেন।

লক্ষণ সেনের কয়টি রাজধানী ছিল ?—তিনটি (১) লক্ষ্মণাবতী (২) বিক্রমপুর (৩) নবদ্বীপ।

সেনবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন ?—বল্লাল সেন।

পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন ?—ধর্মপাল।

বঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন নবাব কে ছিলেন ?—নবাব মীরকাশিম।

বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম দুর্গাপূজার প্রবর্তন কে করেন ?—১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে তাহেরপুরের কংসনারায়ণ।

পশ্চিমবঙ্গের সীমানা কতটা ?—পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে—হিমালয়ের কোলে সিকিম ও ভুটান ; দক্ষিণে—বঙ্গোপসাগর ; পূর্বে—বাংলাদেশ ও অস্‌ম রাজ্য ; পশ্চিমে—বিহার, উড়িষ্যা ও নেপাল রাষ্ট্র।

ভৌগোলিক অবস্থান কি রূপ—পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান ভারতের পূর্বাংশে প্রায় ২২ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৭ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯০ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

আয়তন কত ?—৩২,৮০০ বর্গমাইল বা ৮৭, ৮৫৩ বর্গ কিঃ মিঃ। ভারতের ৪৫ ভাগের এক ভাগ।

জনসংখ্যা কত ?—১৯৮১ সালের লোক গণনানুযায়ী এই রাজ্যের জনসংখ্যা—৫৪, ৫৮০,৬৪৭. জনসংখ্যা (গ্রাম)—৪০,১৩৩, ৯২৬. জনসংখ্যা (শহর)—১৪, ৪৪৬,৭২১. জনসংখ্যা (তফসিলী)—১২,০০০,৭৬৮. জনসংখ্যা (আদিবাসী)—৩০,৭০,৬৭২।

রাজধানীর নাম কী ?—কলিকাতা।

প্রধান ভাষা কী ?—বাংলা ভাষা।

কয়টিবিভাগ ও কী কী ?—৩টি বিভাগ, ১৭টি জেলা (১) প্রেসিডেন্সি (২) বর্ধমান (৩) জলপাইগুড়ি।

কোন বিভাগে কয়টি জেলা ও কী কী ?—প্রেসিডেন্সি বিভাগে—৬টি জেলা (১) কলিকাতা (২) হাওড়া (৩) উত্তর ২৪ পরগণা (৪) দক্ষিণ ২৪ পরগণা (৫) নদীয়া (৬) মুর্শিদাবাদ। **বর্ধমান বিভাগে ৬টি** জেলা যথা (১) বর্ধমান (২) বাঁকুড়া (৩) বীরভূম (৪) হুগলী (৫) মেদিনীপুর (৬) পুরুলিয়া। **জলপাইগুড়ি বিভাগে ৫টি** জেলা যথা (১) জলপাইগুড়ি (২) দার্জিলিং (৩) কুচবিহার (৪) মালদহ (৫) পশ্চিম দিনাজপুর।

থানার সংখ্যা—৩৪৪।

পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য—১৪,২০০ কিঃ মিঃ।

জাতীয় সড়কের দৈর্ঘ্য—১৪৬৬ কিঃ মিঃ।

মোট চাষযোগ্য জমি—৫,৫৭৫ হাজার হেক্টর।

আবাদী জমির পরিমাণ কত?—১ কোটি ৭৩ লক্ষ (প্রায়)।

অনাবাদী জমির পরিমাণ কত?—২ লক্ষ একর (প্রায়)।

চাষের অযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ কত?—৩৯ লক্ষ একর (প্রায়)।

মোট বনাঞ্চল?—১১,৮৬,০০০ হেক্টর।

বর্গাদারের সংখ্যা—১৩,৩৯,০০০ জন।

জলবায়ু কিরূপ?—উষ্ণ ও আর্দ্র।

বৃষ্টিপাতের বার্ষিক গড়—১৭৫ সেঃ মিঃ (প্রায়)।

কোন জেলায় সবচেয়ে বেশী ও কোন জেলায় সবচেয়ে কম লোক বাস করে?—বেশী—২৪ পরগণায়, কম—দার্জিলিং জেলায়।

প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য কী কী?—ধান, পাট, গম, চা, ইক্ষু, তৈলবীজ।

কোন জেলায় পাহাড় আছে?—দার্জিলিং, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া।

শৈল শহর কাকে বলে?—দার্জিলিংকে।

উষ্ণতম স্থান কোনটি?—আসানসোল।

কোন অঞ্চল সুন্দরবন অঞ্চল?—চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ অংশের অরণ্যভূমি।

সুন্দরবন অঞ্চলের বনজ সম্পদ কী কী?—সুন্দরী গাছের বন, গরান, কেওড়া, গর্জন প্রভৃতি কাঠ এবং মধু, সুপারী, নারিকেল, খোল, হোগলা প্রভৃতি বনজ সম্পদ।

বনাঞ্চল কয়টি ও কী কী?—২টি, তরাই ও সুন্দরবন।

কোন অঞ্চল তরাই অঞ্চল?—দার্জিলিং, হিমালয়ের দক্ষিণ অংশের অরণ্যভূমি।

তরাই অঞ্চলের বনজ সম্পদ কী কী?—শাল, সেগুন, পাইন, দেবদারু, বেত, ফার, পারুল, ওক, বাঁশ প্রভৃতি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত?—৫২,৮৮১ (প্রায়)।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত?—৮০ লক্ষ ৪০ হাজার।

শিক্ষিতের সংখ্যা—পুরুষ ১৪,৩৯১,৮০৮ (৫০.৪০), মহিলা ৭৮,৮০,০৫৯ (৩০.৩৩)।

পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার হার—৪০.৮৮।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ?—৪৯৮৭টি, এর মধ্যে বালিকা বিদ্যালয় ১১১০টি।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত ?—৩১ লক্ষের অধিক।

উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা—১১১৯টি।

উচ্চমাধ্যমিক কলেজের সংখ্যা—২৭৮টি।

উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—৩ লক্ষ ৬০ হাজারের উপর।

বিধিমুক্ত শিক্ষা কেন্দ্র কয়টি ?—১৮,২৬০টি তার মধ্যে বালিকাদের জন্য ৫,৫৫০টি।

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত ?—৪ লক্ষ ৬৯ হাজার। এর মধ্যে বালিকার সংখ্যা ২ লক্ষ ১৫ হাজার।

কলেজের সংখ্যা—৩২৮টি।

বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র (কেন্দ্রীয়)—২৩টি

বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র (রাজ্য)—২৮টি।

কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ?—৯টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। (১) কলিকাতা (২) যাদবপুর (৩) বিশ্বভারতী (৪) বর্ধমান (৫) কল্যাণী (৬) উত্তরবঙ্গ (৭) রবীন্দ্রভারতী (৮) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (নদীয়া) (৯) বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় (মেদিনীপুর)।

হাসপাতালের সংখ্যা—৪০৯টি।

সহায়ক স্বাস্থ্য কেন্দ্র কয়টি ?—৮২০টি।

কয়টি মেডিকেল কলেজ আছে ?—৮টি, (১) কলিকাতা মেডিকেল কলেজ (২) আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ (৩) নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ (৪ ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ (৫) বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ (৬) বর্ধমান মেডিকেল কলেজ (৭) উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ (৮) বহরমপুর মেডিকেল কলেজ।

যক্ষ্মা হাসপাতাল কোথায় কোথায় আছে ?—কলকাতা, যাদবপুর, কাঁচড়াপাড়া, মেদিনীপুর, ধুবুলিয়া, ব্যারাকপুর, চুঁচড়া, রাণাঘাট, জলপাইগুড়ি, কার্শিয়াং।

কয়টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে?—৫টি, (১) শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (২) যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (৩) খড়্গপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (৪) জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (৫) দুর্গাপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এছাড়া আরও কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হবার প্রস্তাব আছে।

উচ্চাঙ্গের কারিগরি শিক্ষালয় কোথায়?—খড়্গপুর আই, আই, টি (ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি)। এটা হিজলিতে অবস্থিত।

উচ্চতর ডাক্তারী ডিগ্রী, ডিপ্লোমা ও গবেষণা কোথায় হয়?—কলকাতার পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ অব মেডিসিনে।

কলকাতায় হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ কয়টি?—৫টি। (১) কলকাতা হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ (২) ডি, এন, দে হোমিও-প্যাথি মেডিকেল কলেজ (৩) প্রতাপচন্দ্র মেমোরিয়াল হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ (৪) মহেশ ভট্টাচার্য হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ (৫) মেট্রোপলিটন হোমিও মেডিকেল কলেজ।

কলকাতায় আয়ুর্বেদ কলেজ কয়টি?—৩টি, (১) জে,বি রায়স্টেট আয়ুর্বে-দিক কলেজ (২) শ্যামাদাস বৈদ্য শাস্ত্রপীঠ (৩) অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদিক কলেজ।

সাধারণ কারিগরি শিক্ষালয় কোথায় কোথায় আছে?—শ্রীরামপুর বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, বহরমপুর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, কলেজ অব্ সিরামিক টেকনোলজি (কলিকাতা), বঙ্গীয় চর্মশিল্প প্রতিষ্ঠান (কলিকাতা), যাদবপুর পলিটেকনিক (কলিকাতা), গড়িয়াহাট ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (কলিকাতা)। এছাড়া টালিগঞ্জ, হাওড়া, হুগলী, কল্যাণী, দুর্গাপুরে আছে।

প্রধান প্রধান বি. টি. কলেজ কী কী?— (১) ডেভিডহেয়ার ট্রেনিং কলেজ, (২) বানীপুর বি. টি. কলেজ (৩) নিউ ব্যারাকপুর বি. টি. কলেজ। (৪) সাউথ ক্যালকাটা বি. টি. কলেজ (৫) এ. বি. টি. এ. বি. টি কলেজ।

শারীর শিক্ষা প্রশিক্ষণ—(১) বানীপুর (২) যোধপুর পার্ক (৩) কোচবিহারের দিনহাটায় (মহিলাদের) (৪) কল্যাণী।

গ্রন্থাগার কয়টি (সরকার নিয়ন্ত্রিত ও সরকার পোষিত)—১৭৬১টি।

পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কোথায় অন্ধদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে?—বেহালা, আড়িয়াদহ, খড়্গপুর, জলপাইগুড়ি, দুর্গাপুর ও নরেন্দ্রপুর।

মুকবধির বিদ্যালয় কয়টি ?—৩টি (১) কলিকাতা (২) রায়গঞ্জ (৩) কোচবিহার।

পশ্চিমবঙ্গে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার কী কী ?—রবীন্দ্র পুরস্কার, বঙ্কিম পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার, অবনীন্দ্র পুরস্কার, শরৎ পুরস্কার।,

প্রধান প্রধান খনিজ দ্রব্য কী কী ?—কয়লা, লৌহ, অভ্র ও ম্যাঙ্গানীজ।

কোন কোন স্থানে লৌহ খনি আছে ?—বর্ধমানের রাণীগঞ্জ ও বরাকরে।

কোন কোন স্থানে কয়লা খনি আছে ?—বর্ধমানের রাণীগঞ্জ ও আসানসোলে।

প্রধান শিল্প কী কী ?—লৌহ, ইস্পাত, পাট, চা, বস্ত্রবয়ন, রেশম, মোটরগাড়ি, চামড়া, রবার, বাইসাইকেল, বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, অ্যালুমিনিয়াম, কাগজ, কেমিক্যাল, কাঠ, কাঁচ, চিনি ও সার শিল্প।

পেট্রোকেমিক্যালস শিল্প কোথায় হয়েছে ?—হলদিয়ায়।

ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স্ কোথায় হয়েছে ? সল্টলেকে (৪০ একর)।

শিল্পের সংখ্যা—(রেজিষ্ট্রেশন) ৮৮টি, এর মধ্যে ৬৫টি পশ্চাৎপদ এলাকায়।

আধুনিক শিল্প কী কী ?—ট্রান্সফরমারওয়েল, ফ্লাক্স, ইয়ার্ন, স্কুটারস্, স্পঞ্জ আয়রন, মিডগেটকার্বন, ইলেকট্রোডস, হোয়াইট সিমেন্ট, সিঙ্গল সুপার ফসফেট।

কোথায় কোথায় লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা আছে ?—বর্ধমান জেলার কুলটি, বার্ণপুর, ও দুর্গাপুরে।

কোথায় মোটর গাড়ি তৈরি হয় ?—হিন্দমোটরে (হুগলী জেলায়)

কোথায় বেণী তামাক উৎপন্ন হয় ?—কোচবিহারে।

ওয়াগন তৈরি হয় কোথায় ?—আগরপাড়ার টেক্সম্যাকোতে।

কোথায় কোথায় কাগজের কল আছে ?—টিটাগড়, কাঁকিনাড়া, নৈহাটি, শ্রীরামপুর, রানীগঞ্জ ও লেকটাউনে।

এক্স:পোর্ট প্র:সেসিং জোন কোথায় আছে ?—ফলতায়।

কোন কোন অঞ্চল তাঁতশিল্পের জন্য বিখ্যাত ?—শান্তিপুর, ধনেখালি, বেগমপুর, চন্দননগর, শ্রীরামপুর।

কোন কোন স্থান রেশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত ?—মুর্শিদাবাদ, মালদহ, সিউড়ি ও বাঁকুড়া।

ধাতুশিল্পের জন্য কোন কোন স্থান বিখ্যাত ?—মেদিনীপুরের ঘাটাল, মুর্শিদাবাদের খাগড়া, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, বীরভূমের দুবরাজপুর এবং বর্ধমানের কাঞ্চননগর।,

কোন কোন অঞ্চলকে 'কলিকাতা শিল্পাঞ্চল' বলে ?—হুগলী নদীর উভয় তীরে, উত্তরে বাঁশবেড়িয়া হতে দক্ষিণে বিড়লাপুর পর্যন্ত ?

শিল্পোৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান কোথায় ? প্রথম মহারাষ্ট্র তারপরে পশ্চিমবঙ্গ।

রাষ্ট্রীয় শিল্প বিভাগের অধীনে কতটি শিল্প সংস্থা রয়েছে ? ৮টি—

১। দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড। ২। দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেড। ৩। কল্যানী স্পিনিং মিলস লিমিটেড। ৪। ওয়েস্টিং হাউস স্যাক্সবি ফার্মার লিমিটেড। ৫। ইলেকট্রো মেডিক্যাল এ্যাণ্ড অ্যালায়েড ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। ৬। ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেটওয়্যারহাউসিং করপোরেশন। ৭। ওয়েস্টবেঙ্গল অ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন লিমিটেড। ৮। ওয়েস্টদিনাজপুর স্পিনিং মিলস্ লিমিটেড।

কোথায় কোথায় চিনির কল আছে ?—নদীয়া জেলায় পলাশী ও বেলডাঙ্গা এবং বীরভূম জেলার আহমেদপুরে।

কোন শহরকে শিল্প নগরী বলে ?—হাওড়াকে।

কোন শহরকে ইস্পাত নগরী বলে ?—দুর্গাপুরকে।

কোথায় কোথায় স্বাস্থ্য-নিবাস আছে ?—দীঘা ও ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর), ডায়মণ্ডহারবারের বকখালি (দঃ ২৪-পরগণা), আদ্রা (পুরুলিয়া) বক্রেশ্বর (বীরভূম), মুকুটমনিপুর (বাঁকুড়া) ও দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং (দার্জিলিং)।

পশ্চিমবঙ্গের তীর্থস্থানগুলি কোথায়—হিন্দুদের—কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, ঠনঠনিয়া, বেলুড়, রামকৃষ্ণমিশন, তারকেশ্বর, ত্রিবেণী, তারাপীঠ, বক্রেশ্বর, নবদ্বীপ, মায়াপুর, গঙ্গাসাগর।

মুসলমানদের—ঘুটিয়ারী শরিফ, হাটিয়ারী শরিফ, ও ফুরফুরা।

জৈনদের—পরেশনাথের মন্দির।

শিখদের—গুরুদ্বার (বড়বাজার, বাগমারি, ভবানীপুর)।

খৃস্টানদের—কলিকাতার বিভিন্ন গির্জা, ব্যাণ্ডেলচার্চ।

পশ্চিমবঙ্গের বড় মেলা কি কি ?—নদীয়ার নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কোচবিহারে রাসের মেলা, তারকেশ্বরের গাজনের মেলা, ২৪ পরগণার গঙ্গাসাগর মেলা, ইছাপুরের ঝুলনযাত্রা, হুগলীর মাহেশের রথের মেলা, হাওড়ার রামরাজাতলায় রামঠাকুরের মেলা; বীরভূমের জয়দেব কেন্দুলীতে বাউলের মেলা, শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা।

পশ্চিমবঙ্গে কি কি পূজা হয় ?—দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, কার্তিকপূজা, লক্ষ্মীপূজা, মনসাপূজা, শীতলাপূজা, গণেশপূজা, শিবপূজা, সত্যনারায়ণ পূজা, সন্তোষীমাতার পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা, শনি পূজা, বাসন্তীপূজা, অন্নপূর্ণা পূজা।

পশ্চিমবঙ্গে কি কি উৎসব হয় ?—হিন্দুদের—দোল উৎসব, জন্মাষ্টমী, ঝুলনযাত্রা, রথযাত্রা। মুসলমানদের—মহরম, ঈদ। শিখদের—গুরুনানক জন্মোৎসব। জৈনদের—মহাবীর জয়ন্তী। খ্রীষ্টানদের—বড়দিন।

সরকারি ছাপাখানা কোথায় আছে ?—আলিপুর, কাদাপাড়া, রাজভবন কোচবিহার ও দার্জিলিং-এ।

সরকারি দুগ্ধ দপ্তর কোথায় আছে ?—বেলগাছিয়া, হরিণঘাটা, দুর্গাপুর, বর্ধমান (সমবায় সংস্থার মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়) ও কৃষ্ণনগর (শীঘ্রই চালু হবে)। এছাড়া ডানকুনির মাদার ডেয়ারী (কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথ পরিচালনাধীন)।

পশু চিকিৎসা হাসপাতাল কয়টি ?—১০৬টি।

পর্যটক আবাস কয়টি ?—৪৪টি।

সবচেয়ে বড় স্টেডিয়াম কোনটি ?—সল্টলেকের যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন, ১ লক্ষ ২০ হাজার দর্শকাসন।

নবনির্মিত চলচ্চিত্র কেন্দ্র কোনটি ?—নন্দন।

নবনির্মিত থিয়েটার মঞ্চ কোনটি ?—গিরিশমঞ্চ (বাগবাজার)

শাসন বিভাগের প্রধান কে ?—রাজ্যপাল।

রাজ্যপাল নিযুক্ত করেন কে ?—ভারতের রাষ্ট্রপতি।

রাজ্য বিধানসভার মোট সভ্য সংখ্যা কত ?—২৯৪ জন।

বিধানসভার সদস্যরা কিভাবে নির্বাচিত হন ? প্রাপ্তবয়স্ক জন সাধারণের ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

মন্ত্রীসভা গঠন করেন কে ?—সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা।

মুখ্যমন্ত্রী কি ভাবে ঠিক করা হয় ?—সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকে রাজ্যপাল মন্ত্রীসভা গঠনে আহ্বান করেন। এই নেতাই মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ নেন। তাকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল স্বয়ং।

বিধানসভার সভাপতিকে কি বলা হয় ?—স্পীকার।

লোকসভায় কতজন সভ্য নির্বাচিত হন ?—৪২ জন।

রাজ্যসভায় কতজন সভ্য নির্বাচিত হন ?—১৭ জন।

রাজ্যের প্রধান কর্মচারী কে ?—মুখ্যসচিব।

জেলার শাসন কর্তা কে ?—জেলাশাসক (District Magistrate)

জেলার থানাগুলির প্রধান কে ?—পুলিশ সুপার (S. P.)

মহকুমার শাসনকর্তা কে ?—মহকুমা শাসক (S. D. O)

ব্লকের সংখ্যা কয়টি ?—৩৪১ টি

পৌর কেন্দ্র কয়টি ?—২৯১ টি

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শ্রমিক ইউনিয়ন কয়টি ?—৩টি ; (১) সি. আই. টি. উ. ২। আই. এন. টি. ইউ. সি। ৩। এ. আই. টি. ইউ. সি।

নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কবে চালু হয় ?—১৯৭৮ সালের ৪ঠা জুন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা কত ?—৩,৩০৫ টি।

পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা কত ?—৩৩৯ টি।

জেলা পরিষদের সংখ্যা কত ?—১৫ টি।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কিরূপ ?—পঞ্চায়েত ব্যবস্থার তিনটি স্তর আছে। (১) গ্রাম পঞ্চায়েত (২) পঞ্চায়েত সমিতি (৩) জেলা পরিষদ।

গ্রাম প্রধান কাকে বলে ?—গ্রাম পঞ্চায়েতর প্রধানকে।

পঞ্চায়েত সমিতির প্রধানকে কী বলে ?—সভাপতি।

সভাধিপতি কাকে বলে ?—জেলা পরিষদের সভাপতিকে।

পঞ্চায়েত সমিতির কাজ কী ?—গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার করা, জল নিকাশের ব্যবস্থা করা, ক্ষুদ্র ব্যবসায় অনুমতি দেওয়া, কর ধার্য ও আদায় করা পঞ্চায়েত সমিতির কাজ।

জেলা পরিষদের কাজ কী ?—জেলায় সামগ্রিক উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত সমিতির কাজের তদারক করা।

উন্নয়ন সংস্থার প্রধানকে কী বলে ?—উন্নয়ন আধিকারিক (B.D.O.)

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ডাকঘরের পিন কোড নম্বর

আসানসোল	৭১৩৩০১	আলিপুরদুয়ার	৭৩৬১২১
আরামবাগ	৭১২৬০১	আলিপুর	৭০০০২৭
বারাসাত	৭৪৩০০১	ব্যারাকপুর	৭৪৩২৭৬
হাওড়া	৭১১১০১	জলপাইগুড়ি	৭৩৫১০১
কাঁচরাপাড়া	৭৪৩০৪৫	কালিম্পং	৭৩৪৩০১
কল্যাণী	৭৪১২৩৫	খড়্গপুর	৭২১৩০১
কার্শিয়াং	৭৩৪২০১	বাঁকুড়া	৭২২১০১
বালুরঘাট	৭৩৩১০১	বসিরহাট	৭৪৩৪১১
বারুইপুর	৭৪৩৩০২	বাটানগর	৭৪৩৩১১
বেলুড়	৭১১২০২	বহরমপুর	৭৪২১০১
ভাটপাড়া	৭৪৩১২৩	ডায়মণ্ডহারবার	৭৪৩৩৩১
ক্যানিং	৭৪৩৩২৯	হুগলী	৭১২১০৩
চুঁচুড়া	৭১২১০১	কোচবিহার	৭৩৬১০১
রানাঘাট	৭৪১২০১	পুরুলিয়া	৭২৩১০১
পলাশী	৭৪১১৫৬	বসিরহাট	৭৪৩৪১১
শান্তিপুর	৭৪১৪০১	সিউড়ি	৭৩১১০১
কৃষ্ণনগর	৭৪১১০১	মুর্শিদাবাদ	৭৪২০৪৯
মালদহ	৭৩২১০১	মেদিনীপুর	৭২১১০১
নবদ্বীপ	৭৪১৩০২	বর্ধমান	৭১৩১০১
বোলপুর	৭৩১২০৪	বজবজ	৭৪৩৩১৯
বার্নপুর	৭১৩৩২৬	বনগাঁ	৭৪৩২৩৫
চিত্তরঞ্জন	৭১৩৩৩১	চন্দননগর	৭১২১৩৬
কাঁথি	৭২১৪০১	শান্তিনিকেতন	৭৩১২৩৫
দার্জিলিং	৭৩৪১০১	শিলিগুড়ি	৭৩৪৪০১
শ্রীরামপুর	৭১২২০১	তমলুক	৭২১৬৩৬
তারকেশ্বর	৭১২৪১০	দুর্গাপুর	৭১৩২১৩

জেলা পরিচয় :

কলিকাতা

কলিকাতার সীমানা কী ?—উত্তরে—সিঁথি, কাশীপুর ও ঘুঘুডাঙ্গা ; দক্ষিণে—টালিগঞ্জ, বেহালা, খিদিরপুর ; পূর্বে– সল্টলেক, বেলেঘাটা, তপসিয়া এবং পশ্চিমে—হুগলী নদী।

কলিকাতা নাম হল কেন ?—১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট আকবর রাজস্ব ব্যাপারে একটি নকসা তৈরী করেন। ঐ নকশায় কালিকাটা গ্রামের নাম দেখা যায়, কালিকাটা হতে ইংরেজি নাম ক্যালকাটা হইয়াছে।

কে গোড়াপত্তন করেন ?—১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রাম কিনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মাধ্যক্ষ জব চার্নক নামে এক ইংরেজ এই কলিকাতার গোড়াপত্তন করেন।

আয়তন কত ?—১০৪ বর্গ কিলোমিটার।

লোক সংখ্যা কত ?—৩২,৯১,৬৫৫ জন।

কতদিন ভারতের রাজধানী ছিল ?—১৯১১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত।

রাজধানী হিসাবে কলিকাতার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কার্যালয় কী কী ?—রাজভবন, রাইটার্স বিল্ডিং, লালবাজার, ভবানী ভবন, হাইকোর্ট, এ. জি. বেঙ্গল।

রাজভবন—রাজ্যপালের বাসভবন ও কার্যালয়।

রাইটার্স বিল্ডিং (মহাকরণ)– মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের, বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, বিভাগীয় প্রধান এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বিভাগের প্রধান ও বড় বড় সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যালয়। এছাড়া এখানে বিভিন্ন বিভাগের ছোট বড় অনেক কর্মচারি কাজ করেন। মূল কথা রাজ্যের প্রশাসন এখান থেকেই পরিচালিত হয়।

লালবাজার—কলিকাতা পুলিশের প্রধান কার্যালয়।

ভবানী ভবন—পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্রধান কার্যালয় এবং অনেক সরকারি অফিস আছে। আলিপুরে অবস্থিত।

হাইকোর্ট—পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ বিচারালয়।

এ. জি. বেঙ্গল—সরকারী দপ্তরের সমস্ত টাকা পয়সার হিসাব নিরীক্ষা এখান থেকে হয়।

খাদ্য দপ্তর কোথায়?—ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে।

সেচ ভবন কোথায়?—সল্টলেকের করুণাময়ীতে।

বিকাশ ভবন কোথায়?—সল্টলেকের করুণাময়ীতে।

পূর্ত ভবন কোথায়?—সল্টলেকের করুণাময়ীতে।

ময়ূখ ভবন কোথায়?—সল্টলেকের করুণাময়ীতে।

উন্নয়ন ভবন?—সল্টলেকের করুণাময়ীতে।

কলিকাতার এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলি কোথায়?—সল্টলেক (মাধ্যমিক থেকে), বি. টি. রোড (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) বেন্টিক ষ্ট্রীট (পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট) খিদিরপুর (টেকনিক্যাল)।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অফিসগুলি কোথায়?—রাইটার্স বিল্ডিং, ভবানী দত্ত লেন, নিউ সেক্রেটারিয়েট, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কোথায়?—কলকাতার পার্ক ষ্ট্রীটে।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কোথায়? সল্টলেকের বিকাশভবনে।

রাজভবন নির্মাণ হয় কবে?—১৭৯৯ থেকে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

কালীঘাটের মন্দির কে নির্মাণ করেন? সাবর্ণ চৌধুরী বংশ ১৭০৯ খ্রীস্টাব্দে।

মেডিকেল কলেজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?—১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে।

সর্বপ্রথম বেসরকারি কলেজের নাম কী?—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের হিন্দু কলেজ।

কবে প্রথম বিদ্যুতের আলো এসেছিল?—১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে মে।

কবে প্রথম ট্রাম চালু হয়?—১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে।

কবে প্রথম মোটর বাস চলে?—১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে।

জি. পি. ও (জেনারেল পোষ্ট অফিস) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে।

ফোর্ট উইলিয়াম কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?—১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে।

প্রাচীন গির্জা কোনটি?—সেন্ট জন চার্চ (১৭৬১)।

কলিকাতা কর্পোরেশন কে প্রতিষ্ঠা করেন ? – ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাইকোর্ট কবে স্থাপিত হয় ? – ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে।

হিন্দু হোস্টেল কবে স্থাপিত হয় ? – ১৮৮৬ সালে।

কর্পোরেশনের সর্বপ্রথম মেয়র কে ?— দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও প্রধান পরিচালককে কি বলে ?– মেয়র ও কমিশনার।

ক'জন কাউন্সিলার আছেন ? -১৪১ জন।

কয়টি পৌরওয়ার্ড আছে ? ১৪১ টি

চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি কী কী ?—(১) মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (২) আর. জি. কর হাসপাতাল (৩) নীলরতন সরকার হাসপাতাল (এন আর. এস.) (৪) এস. এস. কে. এম হাসপাতাল (পি. জি.) (৫) শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল (৬) ইসলামিয়া হাসপাতাল (৭) মেয়ো হাসপাতাল (৮) মাড়োয়ারি হাসপাতাল (৯) আই ডি, হাসপাতাল, (১০) লেডি ডাফরিন হাসপাতাল (১১) বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল (১২) যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল (১৩) চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল (১৪) ভাঙ্গর হাসপাতাল (১৫) ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ (চিত্তরঞ্জন) হাসপাতাল (১৬) বিদ্যাসাগর হাসপাতাল (১৭) ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতাল (১৮) ক্যালকাটা হাসপাতাল। (১৯) স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন।

কলিকাতার দর্শনীয় বস্তু কী কী ? (১) কালীঘাটের কালী মন্দির (২) ইডেন গার্ডেন (৩) শহীদ মিনার (৪) আকাশবাণী ভবন (৫) মিউজিয়াম (৬) ঝিলমিল উদ্যান (সল্টলেক) (৭) বিড়লা তারামণ্ডল (৮) ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল (৯) দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির (১০) গড়ের মাঠ (১১) চিড়িয়াখানা (১২) হাইকোর্ট (১৩) রাজভবন (১৪) রবীন্দ্র সেতু (১৫) জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি (১৬) রবীন্দ্র সদন (১৭) ফোর্ট উইলিয়াম (১৮) রবীন্দ্র সরোবর চিল্ডেন পার্ক (১৯) পরেশনাথের মন্দির (২০) বিধান শিশু উদ্যান (২১) নেহরু চিলড্রেন মিউজিয়াম (২২) রেস কোর্স (২৩) কলিকাতা বিমান বন্দর (২৪) মহাজাতি সদন (২৫) রাইটার্স বিল্ডিং (২৬) বসু বিজ্ঞান মন্দির (২৭) জেনারেল পোস্ট অফিস (২৮) পাতাল রেল (২৯) বোটানিক্যাল

গার্ডেন (৩০) বিড়লা মিউজিয়াম (৩১) ন্যাশনাল লাইব্রেরী (৩২) নন্দন চলচ্চিত্র কেন্দ্র (৩২) গিরিশ মঞ্চ (৩৩) যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন (৩৪) সেন্টপলস গির্জা (৩৫) বিধানসভা ভবন (৩৬) বিড়লা মন্দির (তৈরী হচ্ছে) (৩৭) হর্টিকালচার গার্ডেন (৩৮) গ্র্যাণ্ড হোটেল (৩৯) সুভাষ সরোবর (৪০) আউট-রাম ঘাট (৪১) ইসকনের কৃষ্ণ মন্দির (৪২) খিদিরপুর ডক (৪৩) রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার (৪৪) নিউমার্কেট (৪৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (৪৬) রির্জাভ ব্যাঙ্ক (৪৭) দূরদর্শন কেন্দ্র (৪৮) লালবাজার (৪৯) নিউথিয়েটার্স স্টুডিও ৫০) ললিত কলা অকাদমী (৫১) মার্বেল প্যালেস।

কলকাতার উড়ালপুল কয়টি ?—২টি (১) শিয়ালদহ (২) ব্রাবোর্ন রোড।

কলকাতার সেতু কী কী ?—অরবিন্দ সেতু, হেমন্ত সেতু, রবীন্দ্র সেতু, ঢাকুরিয়া ব্রীজ, বিজন সেতু, চেতলা যতীন দাস ব্রীজ, জিরাট সেতু।

কলকাতায় কয়টি থানা আছে ?—৩৫টি।

কলকাতার প্রধান খেলার মাঠ কী কী ?—যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন, নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম, রবীন্দ্র সরোবর, ইডেন উদ্যান।

কলকাতার বিখ্যাত ক্লাবগুলি কী কী ?—(১) ইস্টবেঙ্গল (২) মোহন বাগান (৩) মহামেডান স্পোর্টিং।

ইস্টার্ন বাইপাস কোথায় ?—কলকাতার সল্টলেক থেকে গড়িয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।

ভি আই পি রোড কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ? - উল্টাডাঙ্গা থেকে দমদম বিমানবন্দর পর্যন্ত।

কলকাতার বিশিষ্ট কলেজগুলি কী কী ?—(১) সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (২) প্রেসিডেন্সি কলেজ (৩) গোয়েঙ্কা কলেজ অব কর্মাস (৪) সংস্কৃত কলেজ (৫) লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ (৬) বেথুন কলেজ (৭) মৌলানা আজাদ কলেজ (৮) বিধান নগর কলেজ (৯) বিদ্যাসাগর কলেজ (১০) সুরেন্দ্রনাথ (রিপন) কলেজ (১১) সিটি কলেজ (১২) আশুতোষ কলেজ (১৩) বাসন্তী দেবী কলেজ (১৪) চারুচন্দ্র কলেজ (১৫) বঙ্গবাসী কলেজ (১৬) শেঠ সুরজমল জালান কলেজ (১৭) জয়পুরিয়া কলেজ (১৮) মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজ (১৯) স্কটিশ চার্চ কলেজ (২০) উইমেন্স কলেজ (২১) চারুচন্দ্র কলেজ

(২২) গুরুদাস কলেজ (২৩) বি, কে, সি, কলেজ (২৪) মতিঝিল কলেজ (২৫) সরোজিনী নাইডু কলেজ (২৬) বেহালা কলেজ (২৭) মুরলীধর গার্লস কলেজ (২৮) নেতাজীনগর কলেজ (২৯) দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজ (৩০) ঠাকুরপুকুর কলেজ (৩১) খিদিরপুর কলেজ (৩২) সেন্টপল্স কলেজ (৩৩) নিউ আলিপুর কলেজ (৩৪) ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজ (৩৫) ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি। (৩৬) চারুচন্দ্র ইভ্নিং কলেজ (৩৭) বেহালা কলেজ অব্ কমার্স।

কলকাতায় প্রথম পাকা রাস্তা তৈরী হয় কবে?—প্রথম পাকা রাস্তা সার্কুলার রোড তৈরী আরম্ভ হয় ১৭৪২ সালে এবং ১৭৮০ সালে শেষ হয়।

কলকাতার জমিদারী স্বত্ব কত টাকায় কেনা হয়?—১২০০ টাকায় ইংরেজরা কেনে।

ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ হয় কবে?—দুর্গের কাজ আরম্ভ হয় ১৭৫৮ সালে শেষ হয় ১৭৭৩ সালে।

রাইটার্স বিল্ডিং তৈরী হয় কবে?—১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে।

মনুমেণ্ট তৈরী হয় কবে?—১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে। এখন এর নাম শহীদ মিনার।

হগ মার্কেট তৈরী হয় কবে?—স্যার স্টুয়ার্ট ১৭৮৪ সালে হগ মার্কেট নির্মাণ করেন।

বোটানিক্যাল গার্ডেন তৈরী হয় কবে?—১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে।

জ্যুলজিক্যাল গার্ডেন তৈরী হয় কবে?—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে।

কলকাতার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় কবে?—১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল।

রাজভবন তৈরী হয় কবে?—ক্যাপ্টেন ওয়াটসের নকসায় রাজভরন তৈরী শুরু হয় ১৭৯৯ সালে এবং ১৮০৩ সালে শেষ হয়।

সি. এম. ডি. এ.-র পুরো নাম কি এবং কবে স্থাপিত হয়?—ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভ্লপমেণ্ট অথরিটি (C.M.D.A) স্থাপিত হয় ১৯৭৭ সালে। এই সরকারি প্রতিষ্ঠানটি যথাক্রমে রাজপথ, বহুতল বিশিষ্ট বাড়ী, উপনগরী স্থাপন, সাবওয়ে, ফ্লাইওভার, পয়োঃপ্রণালী, স্কুলবাড়ী প্রভৃতি স্থাপন ও নির্মাণ করে চলেছে।

বৃহত্তর কলকাতা বলতে কি বুঝায়?—কলকাতা নগরীকে কেন্দ্র করে

উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণে অনেক দূর পর্যন্ত শহর গড়ে উঠেছে, এবং ঐ জায়গা-গুলিই বৃহত্তর কলকাতার সৃষ্টি করেছে।

সি. আই. টি. এর পুরো নাম কি ও কবে স্থাপিত হয় ?— ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট (C. I. T.)। ১৯১১ সালে স্থাপিত হয়। কলকাতা নগরের উন্নতি সাধন ও সংস্কারের জন্য এই স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের তৈরী।

কলকাতায় কার মোটর গাড়ীর নম্বর নেই। রাজ্যপালের।

কলকাতার সর্বোচ্চ বাড়ি কোনটি ? চ্যাটার্জী ইনটারন্যাশনাল সেণ্টার (২২ তলা), চৌরঙ্গী রোডের উপর অবস্থিত।

কলকাতায় আবহাওয়া নির্ণয় করিবার অফিস কোথায় ? আলিপুরে।

জাহাজ মেরামতের ডক্ কোথায় ? খিদিরপুরের গার্ডেনরীচে।

কলকাতার কয়টি রুটে সরকারি বাস চলে ? ৩৭টি রুটে।

কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি কত সালে স্থাপিত হয় ? ১৮৮৪ সালে।

কলকাতার টাউন হল কত সালে স্থাপিত হয় ? ১৮০৪ সালে।

হাওড়ার ব্রীজ নির্মাণ হয় কবে ? ১৯৩৭ সালে আরম্ভ ও ১৯৪৩ সালে শেষ হয়।

কলকাতার দূরদর্শন (T. V.) কবে চালু হয় ? ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট।

পাতাল রেল কি ? মাটির নীচে রেল চলাচলের ব্যবস্থাকেই পাতাল-রেল বলে।

কলকাতায় পাতাল রেল কবে চালু হয় ? ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে। বর্তমানে এসপ্লানেড থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত এই রেলপথ চালু হয়েছে।

এই রেল প্রকল্পের উদ্বোধন করেন কে ? প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর কলকাতার ময়দানে এই রেল প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

এই রেলে দৈনিক যাত্রী বহন ক্ষমতা কত ? ১৫ লক্ষের উপরে।

প্রতি ট্রেনে কতগুলি কোচ রয়েছে ? ৮টি।

এই রেলপথে কতগুলি স্টেশন থাকছেঃ ১৭টি, ১। দমদম ২। বেলগাছিয়া ৩। শ্যামবাজার ৪। শোভাবাজার ৫। গিরিশ পার্ক ৬। মহাত্মাগান্ধী রোড ৭। সেন্টাল এভিনিউ ৮। চাঁদনীচক ৯। এসপ্লানেড ১০। পার্ক স্ট্রীট ১১। ময়দান ১২। রবীন্দ্র সদন ১৩। ভবানীপুর ১৪। যতীন দাস পার্ক ১৫। কালিঘাট ১৬। ররীন্দ্র সরোবর ১৭। টালিগঞ্জ।

স্টেশনগুলির গড় দূরত্ব কত? ১·০৩ কিঃ মিঃ।

চক্ররেল প্রকল্প কি? কলিকাতা নগরীকে বেষ্টন করে যে ৩৬ কিলোমিটার ব্যাপী রেলপথ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে সেটাই চক্ররেল প্রকল্প।

কে পরিকল্পনা করেছিলেন? প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়।

প্রথম পর্যায়ে চক্ররেল কবে চালু হয়? ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট উল্টাডাঙ্গা থেকে প্রিন্সেপ ঘাট পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ের চক্ররেল চালু হয়।

কয়টি স্টেশন রয়েছে? ৮টি। উল্টাডাঙ্গা, টালাপার্ক, বাগবাজার, শোভাবাজার, বড়বাজার, বি· বি· ডি. বাগ, ইডেন গার্ডেন, প্রিন্সেপ ঘাট। এ ছাড়া বেলগাছিয়া থেকে দমদম এবং প্রিন্সেপ ঘাট থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

কলকাতায় কয়টি সুইমিংপুল আছে? ৫টি। গোলদীঘি (কলেজ-স্কোয়ার)আজাদ হিন্দ বাগ (হেদুয়া) রবীন্দ্র সরোবর (লেক গার্ডেন) বিধান নগর সুইমিং এ্যাসোসিয়েশন (সল্টলেক) ও সুভাষ সরোবর (বেলেঘাটা)।

কলকাতা থেকে দূরপাল্লার বাস কোথা থেকে ছাড়ে? এসপ্লানেড থেকে।

কোথায় বিমান চালান শেখানো হয়? বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে।

কোথায় বড় বড় শিল্প কারখানা দেখা যায়? হাইড রোড ও তারাতলায়।

কলকাতার ডাকঘর ও পিনকোড নম্বর দেওয়া হল।

জেনারেল পোস্ট অফিস (জি পি ও)	৭০০০০১	শ্যামবাজার	৭০০০০৪
		হাটখোলা	৭০০০০৫
কাশীপুর	৭০০০০২	বিডন স্ট্রীট	৭০০০০৬
বাগবাজার	৭০০০০৩	বড়বাজার	৭০০০০৭

বরিশা	৭০০০০৮	বেলগাছিয়া	৭০০০৩৭
রাজা রামমোহন রায় সরণী	৭০০০০৯	সাহাপুর	৭০০০৩৮
বেলেঘাটা	৭০০০১০	তিলজলা	৭০০০৩৯
নারকেলডাঙ্গা	৭০০০১১	রিজেন্ট পার্ক	৭০০০৪০
বহুবাজার	৭০০০১২	পশ্চিম পুঁটিয়ারী	৭০০০৪১
ধর্মতলা	৭০০০১৩	কসবা	৭০০০৪২
এন্টালী	৭০০০১৪	এস. ই. রোড	৭০০০৪৩
ট্যাংরা	৭০০০১৫	বদরতলা	৭০০০৪৪
পার্ক স্ট্রীট	৭০০০১৬	লেক গার্ডেন	৭০০০৪৫
সার্কাস এভিনিউ	৭০০০১৭	গোবিন্দ খটিক রোড	৭০০০৪৬
বটতলা	৭০০০১৮	নাকতলা	৭০০০৪৭
বালিগঞ্জ	৭০০০১৯	শ্রীভূমি	৭০০০৪৮
লালা লাজপৎ রায় সরণী	৭০০০২০	নিমতা	৭০০০৪৯
ফোর্ট উইলিয়াম	৭০০০২১	সিঁথি	৭০০০৫০
হেস্টিংস স্ট্রীট	৭০০০২২	বিরাটি	৭০০০৫১
খিদিরপুর	৭০০০২৩	কলিকাতা এয়ারপোর্ট	৭০০০৫২
গার্ডেনরীচ	৭০০০২৪	নিউ আলিপুর	৭০০০৫৩
ভবানীপুর	৭০০০২৫	কাঁকুরগাছি	৭০০০৫৪
কালীঘাট	৭০০০২৬	বাঙ্গুর এভিনিউ	৭০০০৫৫
আলিপুর	৭০০০২৭	বেলঘরিয়া	৭০০০৫৬
দমদম	৭০০০২৮	আড়িয়াদহ	৭০০০৫৭
শরৎ বোস রোড	৭০০০২৯	কামারহাটি	৭০০০৫৮
ঘুঘুডাঙ্গা	৭০০০৩০	দেশবন্ধু নগর	৭০০০৫৯
ঢাকুরিয়া	৭০০০৩১	পর্ণশ্রী পল্লী	৭০০০৬০
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়	৭০০০৩২	সরশুনা	৭০০০৬১
টালিগঞ্জ	৭০০০৩৩	রাজভবন	৭০০০৬২
বেহালা	৭০০০৩৪	ঠাকুরপুকুর	৭০০০৬৩
আলমবাজার	৭০০০৩৫	সল্টলেক	৭০০০৬৪
বরাহনগর	৭০০০৩৬	রবীন্দ্রসদন	৭০০০৬৫

বিধাননগর	৭০০০৬৬	প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট	৭০০০৭২
উল্টাডাঙ্গা	৭০০০৬৭	চিত্তরঞ্জন এভিনিউ	৭০০০৭৩
যোধপুর পার্ক	৭০০০৬৮	মতিঝিল	৭০০০৭৪
এসপ্লানেড	৭০০০৬৯	সন্তোষপুর	৭০০০৭৫
কালাকার স্ট্রীট	৭০০০৭০	দক্ষিণেশ্বর	৭০০০৭৬
মিডলটন রো	৭০০০৭১	বেদিয়াপাড়া	৭০০০৭৭

স্বাধীনতার আগে কোন কোন বাঙালী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন? - স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯০-৯২), স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৯০৬-১৩), দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী (১৯১৪ ১৬), নীলরতন সরকার (১৯১৮-২০), স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৯২১-২২), ভূপেন্দ্রনাথ বসু (১৯২৩-২৪), স্যার যদুনাথ সরকার (১৯২৬-২৭), হাসান সোরাবর্দি (১৯৩০-৩৩), শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫-৩৭), স্যার মহম্মদ আজিজুল হক (১৯৩৮-৪১), ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (১৯৪২-৪৩), রাধা-বিনোদ পাল (১৯৪৪-৪৫), প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৫-৪৬)।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে?—কর্ণেল কিফ।

কলকাতার হাইকোর্টের সর্বশেষ ইংরেজ বিচারপতি কে?—জেমস রকসবারগ।

স্বাধীনতার পর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কে?—ফণিভূষণ চক্রবর্তী।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি কারা?—পদ্মা খাস্তগীর ও মঞ্জুলা বসু।

কলকাতা মহাজাতি সদনের প্রতিষ্ঠাতা কে?—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্রের নাম কি?—বেঙ্গল গেজেট। জেমস আগাস্টান হিকি সম্পাদিত এই পত্রিকাটি ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রধান প্রধান দৈনিক সংবাদপত্র কী কী?—বাংলা: আনন্দবাজার, যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী, বর্তমান, আজকাল, কালান্তর, ভারতকথা, গণশক্তি। ইংরেজি: দি স্টেটস্ম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, দি টেলিগ্রাফ।

হিন্দী ঃ বিশ্বামিত্র, সম্মার্গ, লোকমান্য, বিশ্ববন্ধু। **গুরুমুখী ঃ** দেশদর্পণ। **উর্দু ঃ** আজাদ হিন্দ, ইক্‌রা, আকরে মাশরিক, দাওয়াত, আসরে জাদিদ।

কলকাতায় প্রকাশিত পত্র পত্রিকা কী কী? দেশ, পরিবর্তন, প্রতিক্ষণ, সানন্দা, সুকন্যা, আলোকপাত, মনোরমা, কিশোর মন, আনন্দমেল, আনন্দলোক, রবিবার (হিন্দী), সান্‌ডে (ইংরেজী), পয়েন্ট কাউন্টারপয়েন্ট (ইংরেজী), চতুরঙ্গ, পক্ষিরাজ, নীলকমল, লালকমল, কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান শুকতারা, নবকল্লোল, জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত, উল্টোরথ, সিনেমা জগৎ, খেলার আসর, খেলা, স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড (ইংরেজী), অনুস্টুপ, এক্ষন, বারোমাস, কৃত্তিবাস, কবিপত্র, এবং এই সময়, চিত্রবীক্ষণ, অনীক, উৎস মানুষ, উস্রি, গল্পগুচ্ছ, পশ্চিমবঙ্গ (সরকারি), যুব মানস (সরকারি), নন্দন, সচিত্র পূর্বায়ণ।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন পত্রিকা কী কী? স্টেটস্‌ম্যান (আগের নাম ইংলিশম্যান), অমৃত বাজার।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা দৈনিক পত্রিকার মধ্যে প্রাচীন পত্রিকা কী কী? আনন্দবাজার ও যুগান্তর পত্রিকা।

কলকাতায় সবচেয়ে বেশী প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা কোনটি? আনন্দ বাজার (আঞ্চলিক ভাষায় ভারতের মধ্যে প্রথম) এর পরে যুগান্তর পত্রিকা।

বিড়লা প্লানেটোরিয়াম কী? প্রজেক্টরের সাহায্যে এখানে সৌরজগতের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি দেখানো হয়।

কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র কারা কারা ছিলেন? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৯২৪), দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (১৯২৫-২৭), বি, কে, বসু (১৯২৮), দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (১৯২৯-৩০), নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (১৯৩১), ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (১৯৩১-৩২), সন্তোষ কুমার বসু (১৯৩৩), নলিনীরঞ্জন সরকার (১৯৩৪), এ, কে, ফজলুল হক (১৯৩৫), হরিশঙ্কর পাল (১৯৩৬), সনৎ কুমার রায়চৌধুরী (১৯৩৭), এ, কে, এম, জ্যাকারিয়া (১৯৩৮), নিশীথচন্দ্র সেন (১৯৩৯), আবদুর রহমান সিদ্দিকি (১৯৪০), হেমচন্দ্র নস্কর (১৯৪১), ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম (১৯৪২), সৈয়দ বদরুজ্জোহা (১৯৪৩), আনন্দলাল পোদ্দার (১৯৪৪), দেবেন্দ্রলাল দত্ত (১৯৪৫), আদম ওসমান (১৯৪৬), সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী (১৯৪৭), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন (১৯৪৮-

৫১), নির্মলচন্দ্র চন্দ্র (১৯৫২), নরেশনাথ মুখার্জী (১৯৫৩-৫৫), সতীশচন্দ্র ঘোষ (১৯৫৫-৫৬), ডাঃ ত্রিগুণা সেন (১৯৫৭-৫৮) বিজয়কুমার ব্যানার্জী (১৯৫৯), কেশবচন্দ্র বসু (১৯৬০) রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৯৬১-৬২) চিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জী (১৯৬৩-৬৪) ডাঃ প্রীতিকুমার রায় চৌধুরী (১৯৬৫-৬৬), গোবিন্দচন্দ্র দে (১৯৬৭-৬৮), প্রশান্ত শূর (১৯৬৯-৭০), শ্যামসুন্দর গুপ্ত (১৯৭১)। ১৯৭১ সালের পর থেকে পঃ বঃ সরকারের পরিচালনাধীন।

তারপরে ১৯৮৫ সালে নূতন মেয়র হলেন কমল বসু এবং ডেপুটি মেয়র মনি সান্যাল।

কলকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান, চেয়ারম্যান, ও বোরো কমিটিতে কতজন কাউন্সিলার আছেন? ওল্ডারম্যান ৭ জন, চেয়ারম্যান ১ জন এবং ১৫ জন কাউন্সিলার বোরো কমিটিতে আছেন।

কলকাতার বিখ্যাত হোটেল ও রেস্টুরেণ্ট কী কী? গ্র্যাণ্ডহোটেল, পার্ক হোটেল, হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল, এয়ারপোর্ট হোটেল, গ্রেট ইস্টান হোটেল, চাঙওয়াহ রেস্টুরেণ্ট, অম্বর রেস্টুরেণ্ট, সাবির রেস্টুরেণ্ট, কফি হাউস, বসন্ত কেবিন, আমিনা রেস্টুরেণ্ট ও তাজ হোটেল (তৈরী হচ্ছে)।

কলকাতার সিনেমা হল কী কী? মেট্রো, রাধা, প্রাচী, পূরবী, মিনার, শ্রী, পূর্ণ, বিজলী, ছবিঘর. জ্যোতি, মির্নাভা, লাইট হাউস, নিউএম্পায়ার, যমুনা, টাইগার, গ্লোব, টকিশো হাউস, গ্রেস, নন্দন, জেম, প্রিয়া, জয়া, বীণা, খান্না, নিউসিনেমা, লোটাস, রূপবাণী, অরুণা, ভারতী, গণেশটকীজ, সোসাইটি, ইন্দিরা, উজ্জ্বলা, মেনকা, ভবানী, জগৎ, রক্সি, মিত্রা।

কলকাতার থিয়েটার হল কী কী? রবীন্দ্র সদন, স্টার, শিশির মঞ্চ, অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টস, রঙ্গনা, বিশ্বরূপা, রঙমহল, কাশীবিশ্বনাথ মঞ্চ, সারকারিনা, মির্নাভা থিয়েটার, প্রতাপ মঞ্চ, কলামন্দির, অহীন্দ্র মঞ্চ, তপন থিয়েটার, সুজাতা সদন, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, রামমোহন হল।

কলকাতায় প্রথম ক্রিকেট খেলা কবে হয়?—১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে।

কলকাতার পয়োনালী ব্যবস্থার শুরু কত সালে? ১৮৯৬ সালে। ১৯৭৫ সালে দ্বিতীয় দফায় কাজ শুরু হয়।

পুরোনো কলকাতা শহরের আধুনিকীকরণের দুই রূপকার কে?—উইলিয়াম ক্লার্ক ও জেম্‌স কিম্বার।

কলকাতার পুরোনো গ্রন্থাগার কী কী ?—জাতীয় গ্রন্থাগার [ন্যাশনাল লাইব্রেরী] (১৯০২) স্কটিশচার্চ কলেজ লাইব্রেরী (১৮৩০) বেথুন কলেজ লাইব্রেরী (১৯৪৯) প্রেসিডেন্সি কলেজ লাইব্রেরী (১৮৫৫) তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৮২) চৈতন্য লাইব্রেরী (১৮৮৫) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার (১৮৯৩), রামমোহন লাইব্রেরী (১৯০৫) বয়েজ ওন্ লাইব্রেরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (১৮৭৪) এশিয়াটিক সোসাইটি (১৮৮৪)।

কলকাতায় কবে প্রথম টাঁকশাল স্থাপিত হয় ?—১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে।

কলকাতার সর্বোচ্চ স্মৃতিসৌধ কী কী ?—শহীদ মিনার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্র্যাল।

কলকাতায় প্রথম টেলিফোন কবে চালু হয় ?—১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য কে ?—জেমস উইলিয়াম কলভিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালী উপাচার্য কে ?—স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলকাতায় শারদ সম্মান পুরস্কার কারা আয়োজন করেন ?—এশিয়ান পেন্টস। শ্রেষ্ঠ প্রতিমা, শ্রেষ্ঠ প্যাণ্ডেল ও শ্রেষ্ঠ আলোকসজ্জার জন্য ১৯৮৫ সাল থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা

এই জেলার সীমানা কী ?—উত্তরে—নদীয়া, পূর্বে—বাংলাদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে—কলিকাতা ও হুগলী নদী।

আয়তন ও লোকসংখ্যা কত ?—আয়তন ১৩৭৯৬ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ১,০৭,২৬,৭৫১।

মহকুমা কয়টি ও কী কী ? ৬টি—১। আলিপুর (সদর) ২। ব্যারাকপুর ৩। বসিরহাট ৪। বারাসাত ৫। বনগ্রাম ৬। ডায়মণ্ডহারবার।

উৎপন্ন দ্রব্য কী কী ?—ধান, পাট, কলাই, সরিষা, নারিকেল, সুপারী, মাছ, দামী কাঠ, গোলপাতা, মোম, মধু।

প্রধান নদ নদী কী কী ? হুগলী, বিদ্যাধরী, ইছামতি, যমুনা, রায়মঙ্গল ও কালিন্দী।

উল্লেখযোগ্য স্থান সমূহ ঃ—

যাদবপুর ঃ বিশ্ববিদ্যালয়, যক্ষ্মা হাসপাতাল, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর দি কালটিভেশন অব্ সায়েন্স, ন্যাশনাল ইনস্টুমেণ্ট, গ্লাস, সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস, স্কুল অব্ প্রিণ্টিং টেকনোলজি আছে।

আলিপুর ঃ জেলার সদর শহর, ভবানীভবন, আবহাওয়া অফিস ন্যাশনাল লাইব্রেরী, চিড়িয়াখানা, টাঁকশাল, কোর্ট ও আলিপুর জেল আছে।

দক্ষিণেশ্বর ঃ রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির [রামকৃষ্ণদেবের সাধনা ক্ষেত্র] এবং উইমকো [দেশলাই কারখানা]।

দমদম ঃ কলিকাতা বিমানবন্দর [আন্তর্জাতিক], এয়ারপোর্ট হোটেল, জেস্প কারখানা, অডিন্যান্স ফ্যাক্টরী, পেপার মিল।

ব্যারাকপুর ঃ হুগলী নদীর তীরে মহাত্মা গান্ধীর চিতাভস্মের উপর নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ [গান্ধীঘাট], পুলিশ ট্রেনিং কলেজ, সামরিক বিমানবন্দর, রাজভবন ও কোর্ট আছে।

ফেজারগঞ্জ ঃ সুন্দরবন অঞ্চলে অবস্থিত স্বাস্থকরস্থান। পর্যটন কেন্দ্র।

বকখালি ঃ সমুদ্র তীরবর্তী পর্যটন স্থান। পশ্চিমবঙ্গের কুমির প্রকল্প এখানে গড়ে উঠেছে।

ডায়মণ্ডহারবার ঃ বিখ্যাত পোতাশ্রয়, বাণিজ্য কেন্দ্র।

কাশীপুর ও ইছাপুর ঃ গান এণ্ড শেল [অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর কারখানা] ফ্যাক্টরী।

হালিশহর ঃ সাধক রামপ্রসাদের জন্মস্থান।

কাঁটালপাড়া ঃ সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান।

কাঁচরাপাড়া ঃ রেল মেরামতের কারখানা।

ফলতা ঃ এশিয়ার বৃহত্তম বাণিজ্য কেন্দ্র তৈরী হচ্ছে।

হাওড়া জেলা

এই জেলার সীমানা কী ?—উত্তরে—হুগলী জেলা, পূর্বে—হুগলী নদী, দক্ষিণ ও পশ্চিমে—রূপনারায়ণ ও মেদিনীপুর জেলা।

আয়তন ও লোকসংখ্যা কত ?—আয়তন ১৪৭৪ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ২,৯৫৭,৪৬৪ জন।

মহকুমা কয়টি ও কী কী ?—১। হাওড়া (সদর) ২। উলুবেড়িয়া।

উৎপন্ন দ্রব্য কী কী ?—ধান, পাট, পান, নারকেল ও ফুল।

প্রধান নদ নদী ?—হুগলী, রূপনারায়ণ, দামোদর।

উলেখযোগ্য স্থান সমূহ ঃ

হাওড়া ঃ—পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র, ভারত বিখ্যাত রেলষ্টেশন, বিখ্যাত হাওড়া ব্রীজ (রবীন্দ্র সেতু) জি, কে, ডব্লু সহ বিখ্যাত কলকারখানা আছে। একটি উড়ালপুল (বঙ্কিম সেতু) আছে।

শিবপুর ঃ—বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বোটানিকেল গার্ডেন।

বেলুড় ঃ—বেলুড়মঠ, রামকৃষ্ণ আশ্রম, অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা।

লিলুয়া ঃ—রেল ইঞ্জিন মেরামতের কারখানা।

বালী ঃ—বিবেকানন্দ সেতু (বালী ব্রীজ)।

বাগনান ঃ এই জায়গা থেকে কিছু দূরে 'গাদিয়ারা' নামে একটি পর্যটন কেন্দ্র আছে।

হুগলি জেলা

এই জেলার সীমানা কী ? উত্তরে—বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলা, পূর্বে—হুগলী, দক্ষিণে—হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলা, পশ্চিমে—মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলা।

আয়তন ও লোকসংখ্যা কত ?—আয়তন ৩১৪৫ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৩,৫৪৯,৮১৭ জন।

মহকুমা কয়টি ? ৪টি—১। হুগলী (সদর) ২। চন্দননগর ৩। আরামবাগ ৪। শ্রীরামপুর।

প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য কী কী ?—ধান, পাট, আলু, কলাই, আখ,।

প্রধান নদ নদী কী কী?—হুগলী, দামোদর, রূপনারায়ণ, মুণ্ডেশ্বরী, দ্বারকেশ্বর।

উল্লেখযোগ্য স্থান সমুহ ঃ

হুগলী ঃ—হুগলী ইমামবাড়া (হাজি মহম্মদের স্মৃতি বিজড়িত ইমামবাড়া), মহসীন কলেজ। দানবীর গৌরীসেনের জন্মস্থান।

চুঁচড়া ঃ—বিখ্যাত ঘড়ির মোড়, রবীন্দ্রভবন, কোর্ট।

শ্রীরামপুর ঃ—পাট, কাপড়ের কল, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, সেণ্টওলাফ গীর্জা। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস।

চন্দননগর ঃ—গীর্জা, চন্দননগর কলেজ, মিউজিয়াম, আরঙ্গ ফোর্ট ফরাসী শিক্ষাকেন্দ্র এবং এখানকার জগদ্ধাত্রী পূজা বিখ্যাত। আগে চন্দননগর ফরাসী অধিকৃত ছিল।

ব্যাণ্ডেল ঃ—রেল ইয়ার্ড, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ব্যাণ্ডেলচার্চ।

তারকেশ্বর ঃ—হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান, তারকেশ্বরের মন্দির।

ত্রিবেণী ঃ—হিন্দুদের তীর্থস্থান, এশিয়ার বিখ্যাত টিস্যু পেপারমিল।

কামারপুকুর ঃ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্মস্থান।

রাধানগর ঃ—রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান।

সাহাগঞ্জ ঃ—বিখ্যাত ডানলপ কোম্পানীর ফ্যাক্টরী, রাবারের নানারকম জিনিস ও গাড়ীর চাকা তৈরী হয়।

সপ্তগ্রাম ঃ—প্রাচীন রাজধানী, বৈষ্ণবদের একটি তীর্থস্থান।

দেবানন্দপুর ঃ—কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান।

বাঁশবেড়িয়া ঃ—হংসেশ্বরী ও চতুর্দ্দশেশ্বরের মন্দির।

হিন্দমোটর ঃ—বিড়লা কোম্পানীর বিখ্যাত মোটর গাড়ী তৈরীর কারখানা।

মেদিনীপুর জেলা

এই জেলার সীমানা কী?—উত্তরে—বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলা, পূর্বে হুগলী ও হাওড়া জেলা এবং রূপনারায়ণ ও হুগলী নদী, দক্ষিণে উড়িষ্যা রাজ্য ও বঙ্গোপসাগর ; পশ্চিমে—পুরুলিয়া জেলা ও বিহার রাজ্য।

আয়তন ও লোকসংখ্যা ?—আয়তন ১৩৭২৪ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৬,৭২৩,৮৬০ জন।

মহকুমা কয়টি ? ৫টি—১। মেদিনীপুর, (সদর) ২। তমলুক ৩। কাঁথি ৪। ঝাড়গ্রাম ৫। ঘাটাল।

উৎপন্ন দ্রব্য কী কী ?—ধান, পাট, কাজুবাদাম, কলাই, কাঠ, মধু, তামাক, পান।

শিল্পদ্রব্য কী কী ?— পিতল ও কাঁসার বাসন, মাদুর, তাঁতের কাপড়।

প্রধান নদ নদী কী কী ?— হুগলী, কংসাবতী, রূপনারায়ণ, কেলেঘাই, শিলাবতী, সুবর্ণরেখা, রসুলপুর।

উলেখযোগ্য স্থান সমূহ :—

দীঘা : সমুদ্রপকুলবর্তী স্বাস্থ্যনিবাস। ঝিনুকের পুতুল তৈরী হয়।

খড়্গপুর : রেলওয়ে কারখানা, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ টেকনোলজি, সবচেয়ে বড় রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

বীরসিংহ : পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান।

হিজলী : বন্দী নিবাস, স্বদেশী যুগে এখানে অনেক স্বদেশী নেতা বন্দী ছিলেন।

হলদিয়া : শিল্পাঞ্চল, তৈল শোধনাগার, বন্দর ও পেট্রোকেমিক্যালস্ কারখানা।

কোলাঘাট : তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এখানকার ইলিশ মাছ বিখ্যাত।

তমলুক : প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর। পাট, রেশম ও তসর শিল্প আছে।

ঝাড়গ্রাম : আদিবাসী অধ্যুষিত স্বাস্থ্যকর স্থান, শালবন, রাজ কলেজ। এখান থেকে কিছুদূরে কাঁকড়াঝোড় পর্যটন কেন্দ্র আছে।

গোপীবল্লভপুর : বৈষ্ণবদের অন্যতম তীর্থস্থান।

মেদিনীপুর : বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি অফিস।

মহিষাদল : রাজবাড়ী, জগন্নাথদেবের রথ ও নবরত্নের মন্দির আছে।

বাঁকুড়া জেলা

জেলার সীমানা কী ?—উত্তরে—দামোদর নদ ও বর্ধমান জেলা ; পূর্বে—বর্ধমান ও হুগলী জেলা ; দক্ষিণে—মেদিনীপুর জেলা ; পশ্চিমে—পুরুলিয়া জেলা।

আয়তন ও লোকসংখ্যা কত ?—আয়তন ৬৮৮১ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ২৩,৭৪,২০৫ জন।

মহকুমা কয়টি ?—৩টি। ১। বাঁকুড়া, (সদর) ২। বিষ্ণুপুর। ৩। খাঁতড়া।

প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য কী কী ?— ধান, পাট, কলাই, আলু, গম।

প্রধান নদ নদী কী কী ?—দামোদর, শিলাবতী, দ্বারকেশ্বর, গন্ধেশ্বরী, কংসাবতী ও কুমারী।

উল্লেখযোগ্য স্থান সমূহ :—

জয়রামবাটি : শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মস্থান।

বিষ্ণুপুর : রেশম, পিতল, কাঁসার বাসন ও তামাকের জন্য বিখ্যাত। মদনমোহন মন্দির, রাসমঞ্চ, লালবাঁধ, যমুনা বাঁধ, দলমাদল কামানের জন্য বিখ্যাত। পোড়ামাটি ও হস্তশিল্পের জিনিস পাওয়া যায়।

ছাতনা : বাশুলী দেবীর মন্দির। চণ্ডীদাসের জন্মস্থান (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রচয়িতা)। কিছুদূরে শুশুনিয়া পাহাড়।

মুকুটমণিপুর : বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র।

সোনামুখী : তসর ও গালার জন্য বিখ্যাত। গিরি-গোবর্ধন মন্দির।

বাঁকুড়া : ক্রীশ্চান কলেজ, মেডিকেল কলেজ এবং এক্তেশ্বর শিব মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। তসর, রেশম, পিতল, কাঁসার ও গালাশিল্পের জন্য বিখ্যাত।

খাঁতড়া : গালাশিল্পের জন্য বিখ্যাত।

পাঁচমোড়া : পোড়ামাটির মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত।

বর্ধমান জেলা

এই জেলার সীমানা কী ?—উত্তরে—বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলা ; পূর্বে—ভাগীরথী নদী ও নদীয়া জেলা ; দক্ষিণে—হুগলী, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার অংশবিশেষ ; পশ্চিমে—বিহার রাজ্য।

আয়তন ও লোকসংখ্যা কত ?—আয়তন—৭০২৮ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা—৪৮,৩৫,৩৮৮ জন।

মহকুমা কয়টি ?—৫টি। ১। বর্ধমান (সদর), ২। কাটোয়া, ৩। কালনা, ৪। আসানসোল, ৫। দুর্গাপুর।

প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য কী কী ?—ধান, আলু, তৈলবীজ, আখ, পাট।

খনিজ দ্রব্য কী কী ?—কয়লা, অভ্র, লৌহ।

প্রধান নদ নদী কী কী ?—ভাগীরথী, অজয়, দামোদর, বরাকর ও ব্রাহ্মণী।

উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ ঃ—

বর্ধমান ঃ—বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ কলেজ, প্রাচীন রাজপ্রসাদ, বিজয়তোরণ, গোলাপ বাগ, কৃষ্ণসায়র দীঘি, দিলখোসবাগ, সর্বমঙ্গলা মন্দির।

দুর্গাপুর ঃ—লৌহ ও ইস্পাত তৈরীর কারখানা, দামোদর নদের উপর বাঁধ, দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড (D.P.L.), ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট।

আসানসোল ঃ—জেলার শিল্প প্রধান স্থান ও ব্যবসা বাণিজ্যকেন্দ্র।

বার্নপুর ও কুলটি ঃ—লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা আছে।

রাণীগঞ্জ ঃ—কয়লার খনি ও কাগজের কল আছে।

চিত্তরঞ্জন ঃ—রেলইঞ্জিন তৈরীর কারখানা। ১৯৫০-৫১ সালে প্রথম রেল-ইঞ্জিন তৈরী হয়।

কালনা ঃ—তাঁতশিল্পের জন্য বিখ্যাত।

কাটোয়া ঃ—বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান। সিঙ্গি গ্রামে কাশীরাম দাসের জন্ম।

রূপনারায়ণপুর ঃ—ইলেকট্রিক তার তৈরীর বিরাট কারখানা।

কাঞ্চননগর ঃ—এখানকার তৈরী ছুঁরি ও কাঁচি বিখ্যাত।

পাণ্ডবেশ্বর ঃ—কথিত আছে এই গ্রামে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন পাণ্ডবরা। ৫টি শিবমন্দির আছে।

বীরভূম জেলা

এই জেলার সীমানা কী ?—উত্তরে—বিহার রাজ্য ও মুর্শিদাবাদ জেলা ; পূর্বে – মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলা ; দক্ষিণে—অজয় নদী ও বর্ধমান জেলা ; পশ্চিমে—বিহার রাজ্য।

আয়তন ও লোকসংখ্যা কত ?—আয়তন – ৪৫৪৫ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা – ২০, ৯৫, ৮২৯ জন।

মহকুমা কয়টি ?—৩টি ১। সিউড়ি (সদর), ২। রামপুরহাট, ৩। বোলপুর।

প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য কী কী ?—ধান, আখ, গম, কলাই, আলু।

প্রধান নদ-নদী কী কী ?—ময়ূরাক্ষী, বক্রেশ্বর, দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, কোপাই ও অজয়।

উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ ঃ—

সিউড়ি ঃ—তিলপাড়া ব্যারেজ, রাসমঞ্চ, সার্কিট হাউস, রামকৃষ্ণ মিশন।

বোলপুর ঃ—প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

নান্নুর ঃ—কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান। বাসুলী মন্দির।

কেন্দুলী ঃ- কবি জয়দেবের জন্মস্থান। জয়দেবের জন্মদিন উপলক্ষে বিরাট বাউলমেলা বসে। রাধামাধবজীউর মন্দির আছে।

তারাপীঠ ঃ—সাধক বামাক্ষ্যাপার সাধনপীঠ এবং তারামায়ের বিখ্যাত মন্দির। পাশেই দ্বারকা নদী। পর্যটন কেন্দ্র।

বক্রেশ্বর ঃ—এটি পর্যটন কেন্দ্র। এখানে সাতটি উষ্ণ প্রস্রবণ, ও মহিষ-মর্দিনী দেবীমূর্তি ও বক্রনাথ শিব মন্দির আছে। হিলিয়াম গ্যাস তৈরী হয়।

একচক্রা ঃ—চৈতন্যের প্রিয়তম শিষ্য নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মস্থান।

ভদ্রপুর ঃ—মহারাজ নন্দকুমারের জন্মস্থান।

সাঁইথিয়া ঃ—প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র, পীঠস্থান। এখানে নন্দিনী দেবীর মন্দির আছে। কিছু দূরে প্যাটেলনগর ও মহম্মদবাজারে পোটারিজ কারখানা আছে।

নলহাটি ঃ—বাণিজ্য প্রধান কেন্দ্র, একান্ন পীঠের একপীঠ। উঁচু টিলার উপর ললাটেশ্বরী মন্দির অবস্থিত। নলরাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবেশ আছে।

নদীয়া জেলা

এই জেলার সীমানা কী ?—উত্তরে—মুর্শিদাবাদ জেলা ও পদ্মানদী, পূর্বে—বাংলাদেশ ; দক্ষিণে—২৪ পরগণা ; পশ্চিমে—হুগলী নদী।

আয়তন ও লোকসংখ্যা কত—আয়তন ৩৯২৭ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ২,৯৭৭,০১৩ জন।

মহকুমা কয়টি ?—৩টি ১। কৃষ্ণনগর (সদর) ২। রাণাঘাট। ৩। কল্যাণী।

প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য কী কী ?—ধান, পাট, ডাল, আখ, গম।

প্রধান নদ নদী কী কী ?— ভাগীরথী, জলঙ্গী, ভৈরবী, চূর্ণী, মাথাভাঙ্গা, ইছামতি।

উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ ঃ—

নবদ্বীপ ঃ—সংস্কৃত, সাহিত্য ও শাস্ত্র চর্চার কেন্দ্রস্থল। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান। দোল উৎসব ও রাস মেলার জন্য বিখ্যাত।

শান্তিপুর : বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্মস্থান, তাঁতের শাড়ি ও রাস মেলার জন্য বিখ্যাত। জলেশ্বর, পঞ্চরত্ন ও শ্যামচাঁদের মন্দির, রিভার টমসন হল।

মায়াপুর : ইসকনের চন্দ্রোদয় মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। বৈষ্ণবদের তীর্থক্ষেত্র।

কৃষ্ণনগর : মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী, সরকারী কলেজ আছে। মৃৎশিল্প, চীনামাটির শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার মাটির পুতুল জগৎ বিখ্যাত। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও গোপাল ভাঁড়ের জন্মস্থান। জগদ্ধাত্রী পূজা বিখ্যাত।

কল্যাণী : বিশ্ববিদ্যালয়, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (মোহনপুর) গ্রাম উন্নয়ন শিক্ষা কেন্দ্র, হাসপাতাল, স্পিনিং মিল ও পশুপালন খামার।

হরিণঘাটা : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র।

রানাঘাট : বাণিজ্য-প্রধান কেন্দ্র। রণা-ডাকাত প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরী কালী।

পলাশী : ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান, এখানেই ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভের সাথে নবাব সিরাজদৌল্লার যুদ্ধ হয়। দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেবের আশ্রম, গ্রানাইট পাথরে তৈরী বিজয়স্তম্ভ, মনোহর পীরের সমাধি।

ফুলিয়া : কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান (বাংলা রামায়ণ রচয়িতা), তাঁতের শাড়ী বিখ্যাত। যবন হরিদাসের সাধনপীঠ।

চাকদহ : এখানে এক সময় গঙ্গা প্রবাহিত হত। বড়বড় বাড়ি ও দেবালয়ের ধ্বংসস্তূপ আছে।

মূর্শিদাবাদ জেলা

এই জেলার সীমানা কী ? উত্তরে-গঙ্গা ও পদ্মা নদী ; পূর্বে-বাংলাদেশ ও নদীয়া জেলা ; দক্ষিণে—নদীয়া ও বর্ধমান জেলা ; পশ্চিমে-বীরভূম জেলা।

আয়তন ও লোকসংখ্যা কত ? আয়তন ৫৩৪১ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ৩৭,০২,৮৬৯ জন।

মহকুমা কয়টি : ৪টি (১) বহরমপুর (সদর) (২) জঙ্গীপুর (৩) লালবাগ (৪) কান্দী।

উৎপন্ন দ্রব্য কী কী ? ধান, পাট, আখ, গম, ডাল, তৈলবীজ ও আম। এখানে তুঁতের চাষ হয় রেশম শিল্পের জন্য।

উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ :

মুর্শিদাবাদ : প্রাচীন বঙ্গদেশের রাজধানী, হাজারদুয়ারী, মতিঝিল,

ইমামবাড়া, জগৎশেঠের বাড়ি ও মন্দির। এছাড়া নবাবী আমলের বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে। আমের জন্য বিখ্যাত। পর্যটন কেন্দ্র।

কাশিমবাজারঃ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও মহারানী স্বর্ণময়ী দেবীর বাসভূমি, শিবমন্দির ও ওলন্দাজ সমাধি সহ কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন ও দুটি কাপড়ের কল আছে।

বহরমপুর ঃ জেলার সদর শহর। কাঁসা, রেশমী কাপড় ও পিতলের অন্যতম বিক্রয় কেন্দ্র। এখানকার কৃষ্ণনাথ কলেজ বিখ্যাত।

খাগড়া ঃ পিতল ও কাঁসার বাসনের জন্য বিখ্যাত।

কান্দী ঃ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্মস্থান।

ধুলিয়ান ঃ বিড়ি শিল্পকেন্দ্র। এর কিছু দূরে ফরাক্কা ব্যারেজ।

আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জ ঃ বিশিষ্ট ব্যবসাকেন্দ্র।

বেলডাঙ্গা ঃ পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সবজি-কেন্দ্র। চিনির কল আছে। একটি ট্রাক্টর কারখানা নির্মিত হচ্ছে।

পুরুলিয়া জেলা

এই জেলার সীমানা কী ? উত্তরে—বর্ধমান জেলা ও বিহার রাজ্য ; দক্ষিণে—বিহার রাজ্য ও মেদিনীপুর জেলা ; পূর্বে—বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা ; পশ্চিমে—বিহার রাজ্য।

আয়তন ও লোকসংখ্যা কত ? আয়তন ৬২৫৯ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ২৩,৭৪,২০৫ জন।

মহকুমা কয়টি ? ১টি ; পুরুলিয়া।

উৎপন্ন দ্রব্য কী কী ? ধান, কাঠ, গম, আলু, লাক্ষা।

প্রধান নদ-নদী কী কী ? দামোদর, দ্বারকেশ্বর, কাঁসাই, শিলাই, কুমারী, সুবর্ণরেখা।

উল্লেখযোগ্য বাঁধ—দামোদর নদের উপর পাঞ্চেৎ বাঁধ।

এই জেলা আগে কোন রাজ্যে ছিল ? বিহার রাজ্যে, ১৯৪৬ সালের ১লা নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য স্থান সমূহ ঃ

পুরুলিয়া ঃ—জেলার সদর শহর, বাণিজ্য কেন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশন।

আদ্রা ঃ রেলওয়ে জংশন, জয়চণ্ডী পাহাড়।

রঘুনাথপুর ঃ তসর শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

সাঁওতালদি ঃ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

ঝালদা ও বলরামপুর ঃ প্রসিদ্ধ গালার কারখানা।

পঞ্চকোট ও অযোধ্যাপাহাড় ঃ পর্যটন কেন্দ্র।

জলপাইগুড়ি জেলা

এই জেলার সীমানা কী ?—উত্তরে—দার্জিলিং ও ভূটান রাজ্য ; দক্ষিণে—কোচবিহার জেলা ও বাংলাদেশ ; পূর্বে—আসাম রাজ্য এবং পশ্চিমে—দার্জিলিং জেলা ও বাংলাদেশ।

আয়তন ও লোকসংখ্যা কত ?—আয়তন ৬২৪৫ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ২২,০৭,০৮৭ জন।

মহকুমা কয়টি ?—২টি ; জলপাইগুড়ি সদর ও আলিপুরদুয়ার।

উৎপন্ন দ্রব্য কী কী ?—ধান, পাট, আখ, তামাক, কমলালেবু, ডাল, চা ও আনারস। এছাড়া অরণ্য হতে শাল, জারুল প্রভৃতি কাঠ পাওয়া যায়।

প্রধান নদ-নদী কী কী ?—তিস্তা, জলঢাকা, রায়ডাক, তোর্সা, কালজানি সঙ্কোশ, মহানন্দা।

উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ ঃ

জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার ঃ—প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ও চা উৎপাদনের স্থান। জলপাইগুড়িতে মহারাজদীঘি দর্শনীয়।

বক্সার ঃ—সেনা নিবাস।

ডুয়ার্স ঃ-চা উৎপাদন কেন্দ্র। গভীর অরণ্যে বন্যজন্তু বাস করে।

জলপেশ ঃ—জল্পেশ্বরের শিবমন্দির।

জলদাপাড়া ঃ পশুদের অভয়ারণ্য। এখানে এক শিং বিশিষ্ট গণ্ডার দেখতে পাওয়া যায়। অভয়ারণ্য ঘুরে বন্য জন্তু দেখবার জন্য হাতি পাওয়া যায়।

গরুমারা ঃ—পশু শিকারভূমি।

মালদহ জেলা

এই জেলার সীমানা কী ?—উত্তরে—বিহার রাজ্য ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ; দক্ষিণে—মুর্শিদাবাদ জেলা ও বাংলাদেশ ; পশ্চিমে—বিহার রাজ্য ; পূর্বে—বাংলাদেশ।

আয়তন ও লোকসংখ্যা কত ?—আয়তন ৩৭১৩ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ২০,৩৫,০০৯ জন।

মহকুমা কয়টি ?—১টি, ইংরেজ বাজার।

উৎপন্ন দ্রব্য কী কী ?—ধান, পাট, গম, ভুট্টা ও তৈলবীজ। এখানকার আম পৃথিবী বিখ্যাত। এছাড়া রেশম চাষের জন্য এই জেলা প্রসিদ্ধ।

প্রধান নদ-নদী কী কী ?—গঙ্গা, কালিন্দী, পুনর্ভবা ও মহানন্দা।

উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ ঃ

মালদহ ঃ—আমের জন্য বিখ্যাত। গান্ধী ধর্মশালা, চিত্রশালা, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, স্টেডিয়াম ও রেশম শিল্পকেন্দ্র আছে।

পাণ্ডুয়া ঃ প্রাচীন বাংলার রাজধানী, কুতবশাহী, প্রাচীন আদিনা মসজিদ ও বড় দরগার জন্য বিখ্যাত।

রামকেলী ঃ—বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান।

গৌড় ঃ—প্রাচীন বাংলার রাজধানী, সোনা মসজিদ, দাখিল দরওয়াজা এবং প্রাচীন পুরাকীর্তির নিদর্শন আছে। পর্যটন কেন্দ্র।

দার্জিলিং জেলা

এই জেলার সীমানা কী ?—উত্তরে—সিকিমরাজ্য , দক্ষিণে—বাংলাদেশ ; পশ্চিম দিনাজপুর ও বিহার রাজ্য ; পূর্বে—ভুটান রাষ্ট্র ও জলপাইগুড়ি জেলা, পশ্চিমে—নেপাল রাষ্ট্র।

আয়তন ও লোকসংখ্যা কত ? আয়তন ৩০৭৫ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ১০,০৬,৪৩৪ জন।

মহকুমা কয়টি ? ৪টি (১) দার্জিলিং (সদর) (২) কার্শিয়াং (৩) কালিম্পং (৪) শিলিগুড়ি।

উৎপন্ন দ্রব্য কী কী ? চা ও কমলালেবু। এছাড়া মংপুতে সিংকোনা গাছের চাষ হয়। অরণ্য হতে প্রচুর বাঁশ ও কাঠ পাওয়া যায়।

প্রধান নদ-নদী কী কী ? তিস্তা, মেচ, রংগিত, জলঢাকা ও মহানন্দা।

উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ ঃ

দার্জিলিং ঃ পৃথিবী বিখ্যাত নয়নাভিরাম শৈলশহর, পর্যটন কেন্দ্র, রাজ-ভবন, বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, বার্চহিল, রোপওয়ে, লেবং হেলিপ্যাড, রেসকোর্স, মাউন্টেনীয়ারিং, জলপ্রপাত ও সরকারি কলেজ আছে।

কার্শিয়াং ঃ শৈলবাস, স্যানাটোরিয়াম ও বেতারকেন্দ্র।

কালিম্পং ঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। তিব্বতী গুম্ফা ও ডেয়ারি ফার্ম আছে।

টাইগার হিল ঃ এই স্থানের সূর্যোদয়ের দৃশ্য পৃথিবী বিখ্যাত। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও এভারেস্টের শৃঙ্গ দেখা যায়।

ঘুম ঃ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু রেলষ্টেশন। এখানে বৌদ্ধ মঠ আছে। বাতাসিয়া লুপ বিখ্যাত।

মিরিক ঃ পর্যটন কেন্দ্র। স্বাস্থ্যনিবাস, পর্যটক আবাস ও একটি সুন্দর লেক আছে।

শিলিগুড়ি ঃ বাণিজ্যকেন্দ্র, কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম, যুবআবাস, মহকুমা-শহর।

পশ্চিমদিনাজপুর জেলা

এই জেলার সীমানা কী ? উত্তরে—দার্জিলিং জেলা ও বাংলাদেশ ; দক্ষিণে—বাংলাদেশ ও মালদহ জেলা, পূর্বে-বাংলাদেশ ; পশ্চিমে—মালদহ জেলা ও বিহার রাজ্য।

আয়তন ও লোকসংখ্যা কত ? আয়তন ৫৩৪০ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ২৪,০৪,৯৪৭ জন।

মহকুমা কয়টি ? ৩টি ; (১) বালুরঘাট (সদর) ২) ইসলামপুর (৩) রায়গঞ্জ।

উৎপন্ন দ্রব্য কী কী ? ধান, পাট, তামাক, তৈলবীজ, লঙ্কা, চা, আখ, কলাই।

প্রধান নদ-নদী কী কী ? নাগর, মহানন্দা, আত্রাই, পুনর্ভবা, টাঙন, কুলীক, নাগর, ডাহুক, যমুনা, যুঁই, চিরামতী।

উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ ঃ

বালুরঘাট ঃ সদর শহর, বাণিজ্য প্রধান কেন্দ্র।

রায়গঞ্জ ঃ ধান ও পাটের জন্য বিখ্যাত, মহকুমা শহর, ফকিরদীঘি।

হিলি ও ইসলামপুর ঃ বাণিজ্য কেন্দ্র।

পাজিপাড়া ও ডালকোলা ঃ পাটের বাণিজ্যকেন্দ্রের জন্য বিখ্যাত।

বানগড় ঃ বহু পুরাকীর্তি এইস্থানে আছে। প্রাচীন বাণিজ্যকেন্দ্র।

মহিপাল দীঘি ঃ বৃহদাকারের সরোবর। ৩০০০ ফুট লম্বা ও ১১০০ ফুট চওড়া।

কুচবিহার জেলা

এই জেলার সীমানা কী ? উত্তরে-জলপাইগুড়ি জেলা ; দক্ষিণে-বাংলাদেশ ; পূর্বে-আসামরাজ্য ও বাংলাদেশ ; পশ্চিমে-জলপাইগুড়ি জেলা ও বাংলাদেশ।

জেলার আয়তন ও লোকসংখ্যা কত ? আয়তন ৩৩৮৬ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ১৭, ৭১,৫৬২ জন।

মহকুমা কয়টি ? ৫টি ; (১) কুচবিহার (সদর) (২) মেখলিগঞ্জ (৩) মাথাভাঙ্গা (৪) দিনহাটা (৫) তুফানগঞ্জ।

উৎপন্ন দ্রব্য কী কী ? ধান, পাট ও তামাক।

প্রধান নদ-নদী কী কী ? তিস্তা, জলঢাকা, কালজানি, তোর্সা, সংকোশ রায়ডাক, ধরলা ও গদাধর।

নামকরণের উৎস কী ? অধিকাংশ অধিবাসী জাতিতে কোচ। তাদের নাম অনুসারে এই জেলার নাম হয় কুচবিহার।

এই জেলা কবে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয় ? ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে। আগে এই জেলা কুচবিহারের মহারাজের অধীনে ছিল।

উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ ঃ

কুচবিহার ঃ প্রাচীন রাজপ্রসাদ সহ মদনমোহন মন্দির, সাগরদীঘি, সরকারি কলেজ, রাজপাট ঢিবি, আনন্দময়ীকালী মন্দির, এছাড়া রাসমেলা হয়।

হলদিবাড়ি ঃ তামাক উৎপাদন ও বাণিজ্য কেন্দ্র।

বানেশ্বর ঃ বিখ্যাত শিবমন্দির।

তুফানগঞ্জ ও মেখলিগঞ্জ ঃ বাণিজ্যকেন্দ্র ও মহকুমা শহর।

মাথাভাঙ্গা ও দিনহাটা ঃ প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ও মহকুমা শহর।

পশ্চিমবঙ্গে শ্রেষ্ঠ

উচ্চতম স্তম্ভ- শহীদ মিনার (কলিকাতা)

উচ্চতম স্মৃতিসৌধ- ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল (কলিকাতা)

উচ্চতম পর্বত— কাঞ্চনজঙ্ঘা (দার্জিলিং)

উচ্চতম রেলস্টেশন— ঘুম (দার্জিলিং)

বৃহত্তম মেলা – গঙ্গাসাগর (দক্ষিণ ২৪-পরগণা)

বৃহত্তম মসজিদ – আদিনা মসজিদ (মালদহ)

বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা—দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা (বর্ধমান)

বৃহত্তম গ্রন্থাগার—জাতীয় গ্রন্থাগার (কলিকাতা)

বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (কলিকাতা)

দীর্ঘতম বাঁধ—ফরাক্কা (মালদহ)

দীর্ঘতম দীঘি—মহিপাল দীঘি (পশ্চিমদিনাজপুর)

দীর্ঘতম সড়ক সেতু—শরৎ সেতু (মেদিনীপুর)

দীর্ঘতম প্ল্যাটফর্ম—খড়্গপুর রেলস্টেশন (মেদিনীপুর)।

বিভিন্ন প্রতিভায় বাঙ্গালী

শিক্ষাবিস্তারে—রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, গুরুসদয় দত্ত, হাজী মহম্মদ মহসীন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী।

ধর্মপ্রচারে—শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর, আচার্য ধর্মপাল,শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামমোহন, প্রণবানন্দ, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, বামাক্ষ্যাপা, সীতারাম-দাস ওঙ্কারনাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহিত্যে ও কাব্যে—চৈতন্যদেব, কৃত্তিবাস ওঝা, কাশীরাম দাস, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, কবি জয়দেব, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, অক্ষয় দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নবীন সেন, রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর ব্যানার্জী, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রবোধ সান্যাল, সুকান্ত ভট্টাচার্য, কালিদাস রায়, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাস, নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, রাজশেখর বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, বনফুল, আশাপূর্ণা দেবী, অচিন্ত সেনগুপ্ত, লীলা মজুমদার, বিমল মিত্র, সত্যজিৎ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শংকর।

সমাজ সংস্কারে—রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

বিজ্ঞান চর্চায়—জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলরতন ধর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, প্রিয়দারঞ্জন রায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে—নীলরতন সরকার, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, বিধানচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সেন, গণনাথ সেন, এন. আর. কোনার, প্রবোধ মিত্র, অমল রায়চৌধুরী, শ্যামাদাস বাচস্পতি, প্রতাপ মজুমদার, পি. ব্যানার্জী আর. এন. চ্যাটার্জী, আবিরলাল মুখোপাধ্যায়, সুনীল সেন, আই. এস, রায়, বিজয় বসু।

রাজনীতিতে—চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, অশ্বিনী দত্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, সরোজিনী নাইডু, মানবেন্দ্রনাথ রায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল ঘোষ, প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষ, জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাসগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার, মুজফফর আহমেদ, ভূপেশ গুপ্ত, ত্রিদিব চৌধুরী, চিত্ত বসু, অজয় মুখোপাধ্যায়, অশোক সেন।

সাংবাদিকতায়—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, শিশির কুমার ঘোষ, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, তুষারকান্তি ঘোষ, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ ঘোষ, গৌরকিশোর ঘোষ অশোক সরকার।

ঐতিহাসিক গবেষণায়—স্যার যদুনাথ সরকার, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, অতুল গুপ্ত, নিশীথরঞ্জন রায়, সুরেন্দ্রনাথ সেন, রমেশ দত্ত, সুশোভন সরকার, সুমিত সরকার, প্রদীপ সিন্হা।

দর্শনশাস্ত্রে—ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, আবু সঈদ আইয়ুব, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

অর্থনীতিতে—বিনয় সরকার, অমর্ত্য সেন, ভবতোষ দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, অরুণ সেন, অলক ঘোষ, সুব্রত গুপ্ত, অমিয় বাগচী, অসীম দাশগুপ্ত, অশোক মিত্র, ধীরেশ ভট্টাচার্য, শিবনাথ ভট্টাচার্য।

অঙ্কশাস্ত্রে—রাধানাথ শিকদার, কে. পি. বসু, জি. এস. দে, কেশব নাগ।

আইন-বিত্তায়—রাসবিহারী ঘোষ, সি. আর দাস, শরৎচন্দ্র বসু, রাধাবিনোদ পাল, শঙ্কর দাস ব্যানার্জী, অশোক সেন, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়।

চিত্রকলায়—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যামিনী রায়, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, চিন্তামণি কর, রামকিঙ্কর বেজ্, সত্যজিৎ রায়, বিকাশ ভট্টাচার্য, গণেশ পাইন।

চলচ্চিত্রে—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবিবিশ্বাস, কাননদেবী জহর গাঙ্গুলী, প্রমথেশ বড়ুয়া, তুলসী চক্রবর্তী, পাহাড়ী সান্যাল, উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা সেন, চন্দ্রাবতী দেবী, সন্ধ্যারানী, অসিতবরণ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অর্পণা সেন, শর্মিলা ঠাকুর, মমতাশঙ্কর, বিকাশ রায়, জহর রায়, ভিক্টর ব্যানার্জী, অশোক কুমার, মিঠুন চক্রবর্তী।

চলচ্চিত্র পরিচালনায়—দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, তরুণ মজুমদার, গৌতম ঘোষ, উৎপলেন্দু চক্রঃ।

মঞ্চাভিনয়ে—গিরিশ ঘোষ, শিশির ভাদুড়ী, অর্ধেন্দু মুস্তাফি, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, যোগেশ চৌধুরী, অহীন্দ্র চৌধুরী বিনোদিনী, তারাসুন্দরী, কঙ্কাবতী, প্রভাদেবী, সরযূবালা, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপনকুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শাঁওলী মিত্র।

নাট্য পরিচালনায়—গিরিশ ঘোষ, শিশির ভাদুড়ী, মহেন্দ্র গুপ্ত, উৎপল দত্ত, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়।

কণ্ঠ সঙ্গীতে—কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীনদেব বর্মন, পঙ্কজ মল্লিক, কে. এল. সায়গল, আঙ্গুরবালা, পান্নালাল ভট্টাচার্য, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, পূর্ণদাস বাউল, নির্মলেন্দু চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, কিশোরকুমার।

ব্যবসা বাণিজ্যে—প্রিন্সদ্বারকানাথ ঠাকুর, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আলমোহন দাস, রামদুলাল সরকার, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মহেশ ভট্টাচার্য, গৌরচন্দ্র দত্ত, ননীগোপাল মৈত্র, ডি. এন. ভট্টাচার্য, অক্ষয় কুমার লাহা।

ব্যায়ামে—গোবর গুহ, বিষ্ণুচরণ ঘোষ, মনোহর আইচ, ভীমভবানী, নীলমণি দাস, মনোতোষ রায়, কমল ভাণ্ডারী।

বিপ্লব সাধনায়—অরবিন্দ ঘোষ, ক্ষুদিরাম বসু প্রফুল্ল চাকী, সূর্য সেন, রাসবিহারী বসু, বারীন ঘোষ, বাঘাযতীন, মানবেন্দ্রনাথ রায়, বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, গণেশ ঘোষ, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী।

দেশসেবায়—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু, বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্ল ঘোষ, অজয় মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল সেন, সরোজ মুখোপাধ্যায়, অতুল্য ঘোষ, সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, সতীশচন্দ্র সামন্ত।

বাগ্মীতায়- স্বামীবিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন রায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, কেশবচন্দ্র সেন, সরোজিনী নাইডু।

ফুটবলে—নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী, শিবদাস ভাদুড়ী, গোষ্ঠ পাল, সামাদ, চুনী গোস্বামী, শৈলেন মান্না সনৎ শেঠ, পি. কে. ব্যানার্জী, অরুণ ঘোষ, শান্ত মিত্র, অচ্যুত ব্যানার্জী, সুকুমার সমাজপতি, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুব্রত ভট্টাচার্য, গৌতম সরকার, ভাস্কর গাঙ্গুলী, প্রসূন ব্যানার্জী।

ক্রিকেটে—কার্তিক বসু, সুঁটে ব্যানার্জী, পঙ্কজ রায়, অম্বর রায়।

ভাষাশিক্ষায়—হরিনাথ দে, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, লালবিহারী দে।

সাঁতারে—মিহির সেন, আরতি সাহা, বুলা চৌধুরী, শচীন নাগ।

দাবায়- দিব্যেন্দু বড়ুয়া, আনন্দ ঘোষ।

ইন্দ্রজালে- গণপতি, পি. সি. সরকার, পি. সি. সরকার (জুনিয়ার)

নৃত্যে—উদয়শংকর, সাধনা বসু, অমলাশঙ্কর, অমিতা দত্ত।

দানে—মতিলাল শীল, চিত্তরঞ্জন দাস, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রাণী রাসমণি, রাণীভবানী, হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজা সুবোধ মল্লিক, তারকনাথ পালিত,।

নাটকে—মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনবন্ধু মিত্র, গিরীশ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অমৃতলাল বসু, অর্ধেন্দু মুস্তাফী, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, মন্মথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, শম্ভু মিত্র, বাদল সরকার, দেবনারায়ণ গুপ্ত, মনোজ মিত্র।

প্রথম বাঙালী (পুরুষ)

প্রথম বাঙালী গ্র্যাজুয়েট - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু ।

প্রথম বাঙালী আই. সি. এস.– সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

প্রথম বাঙালী ভাইস চ্যান্সেলার– স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ।

প্রথম বাঙালী বৈজ্ঞানিক – জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় ।

প্রথম বাঙালী ভাষাবিদ– হরিনাথ দে ।

প্রথম বাঙালী বৈমানিক – ইন্দ্রলাল রায় ও মুরাদ ।

প্রথম বাঙালী র‍্যাঙলার– আনন্দমোহন বসু ।

প্রথম বাঙালী প্রধান বিচারপতি– স্যার রমেশ মিত্র ।

প্রথম বাঙালী ব্যারিস্টার– জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

প্রথম বাঙালী পি. আর এস.– স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ।

প্রথম বাঙালী কংগ্রেস সভাপতি– উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

প্রথম বাঙালী সংবাদপত্র সম্পাদক– গঙ্গাধর ভট্টাচার্য (বেঙ্গল গেজেট) ।

প্রথম বাঙালী বিলেত গমন করেন - রাজা রামমোহন রায় ।

প্রথম বাঙালী হাইকমিশনার (লণ্ডন)– স্যার অতুলপ্রসাদ চ্যাটার্জী ।

প্রথম বাঙালী বিচারপতি– রমাপ্রসাদ রায় (রামমোহনের পুত্র) ।

প্রথম বাঙালী নোবেল প্রাইজ পান– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

প্রথম বাঙালী জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান– তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

প্রথম বাঙালী ইংরেজ যুগে মন্ত্রী মনোনীত হন– সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ।

প্রথম বাঙালী নেপাল সরকারের মন্ত্রী মনোনীত হন– পশুপতিনাথ ঘোষ ।

প্রথম বাঙালী বিদেশে হিন্দুধর্ম প্রচার করেন– স্বামী বিবেকানন্দ ।

প্রথম বাঙালী প্রিভিকাউন্সিলার– সৈয়দ আমির আলি ।

প্রথম বাঙালী এভারেস্ট উচ্চতা নির্ণায়ক – রাধানাথ শিক্দার ।

প্রথম বাঙালী মেয়র - চিত্তরঞ্জন দাস ।

প্রথম বাঙালী রাজ্যপাল– ডঃ হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।

প্রথম বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার– নীলমণি মিত্র ।

প্রথম বাঙালী ভূ-পর্যটক– রামনাথ বিশ্বাস ।

প্রথম বাঙালী ভারতরত্ন উপাধি পান– ডঃ বিধান চন্দ্র রায় ।

প্রথম বাঙালী মুখ্যমন্ত্রী– ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (স্বাধীনতার পরে) ।

প্রথম বাঙালী সেনাবাহিনীর প্রধান--জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী।
প্রথম বাঙালী নৌবাহিনীর প্রধান--ভাইস এ্যাডমিরাল এ. কে. চ্যাটার্জী।
প্রথম বাঙালী বিমান বাহিনী প্রধান—এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জী।
প্রথম বাঙালী ডাক ও তার বিভাগের ডাইরেক্টার—জ্ঞানেন্দ্র রায়।
প্রথম বাঙালী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
প্রথম বাঙালী পোর্টকমিশনার—দুর্গা চরণ লাহা।
প্রথম বাঙালী বিভাগীয় কমিশনার—রমেশচন্দ্র দত্ত।
প্রথম বাঙালী ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলের প্রধান সদস্য—কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত।
প্রথম বাঙালী বিদ্রোহী কবি—কাজী নজরুল ইস্‌লাম।
প্রথম বাঙালী সন্তরণে সাতসমুদ্র ও ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী—মিহির সেন।
প্রথম বাঙালী ফুটবল খেলোয়াড়—নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী।
প্রথম বাঙালী মার্কিন প্রেসিডেন্টের দেহে অপারেশন করেন—বিমল ঘোষ।
প্রথম বাঙালী কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী—অশোক সেন।

প্রথম বাঙালী (মহিলা)

প্রথম বাঙালী মহিলা গ্র্যাজুয়েট—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও চন্দ্রমুখী বসু।
প্রথম বাঙালী মহিলা পি, এইচ, ডি উপাধি পান—প্রভাবতী দাশগুপ্ত।
প্রথম বাঙালী মহিলা ঔপন্যাসিক ও জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য—স্বর্ণ কুমারী দেবী।

প্রথম বাঙালী মহিলা রাজ্যপাল ও জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট—সরোজিনী নাইডু।

প্রথম বাঙালী মহিলা ডাক্তার - ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।
প্রথম বাঙালী মহিলা করপোরেশনের কাউন্সিলার—সরোজিনী দে।
প্রথম বাঙালী মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো - সরলা রায়।
প্রথম বাঙালী মহিলা শহীদ - প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।
প্রথম বাঙালী মহিলা এম, এ,—চন্দ্রমুখী বসু।
প্রথম বাঙালী মহিলা বিলাত যাত্রী—চন্দ্রলেখা বসু।
প্রথম বাঙালী মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সুচেতা কৃপালনী
প্রথম বাঙালী মহিলা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার—বিভা মজুমদার।

প্রথম বাঙালী মহিলা ইংরেজি ভাষায় কবি—তরু দত্ত।

প্রথম বাঙালী মহিলা বিচারপতি—পদ্মা খাস্তগীর ও মঞ্জুলা বসু।

প্রথম বাঙালী মহিলা ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারিনী—আরতি সাহা।

প্রথম বাঙালী মহিলা অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট—প্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম বাঙালী মহিলা আই সি. এস.—রমা মজুমদার।

প্রথম বাঙালী ডি, এস. সি—অসীমা চট্টোপাধ্যায়।

প্রথম বাঙালী মহিলা ভাইস চ্যান্সেলার—ডঃ রমা চৌধুরী।

প্রমথ বাঙালী কুমেরু অভিযানে যান—সুদীপ্তা সেনগুপ্তা।

বাঙালী সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভানুসিংহ,
প্যারীচাঁদ মিত্র– টেকচাঁদ ঠাকুর,
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়– অনিলাদেবী,
রাজশেখর বসু– পরশুরাম
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কমলাকান্ত
বিনয় মুখোপাধ্যায়– যাযাবর
মনীশ ঘটক—যুবনাশ্ব
রাধারাণী দেবী—অপরাজিতা দেবী
মহেন্দ্রনাথগুপ্ত - শ্রীম
সমরেশ বসু - কালকূট
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—নীললোহিত
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী—মহাস্থবির
নিখিল সরকার—শ্রীপান্থ
ভবানী সেনগুপ্ত—চাণক্যসেন
দেবেশ রায় বেদুইন
অমিতাভ চৌধুরী – নিরপেক্ষ
কালিকানন্দ মুখোপাধ্যায় - অবধূত
কমল গুহ—শঙ্কু মহারাজ
প্রমথনাথ ভট্টাচার্য—শঙ্করনাথ রায়
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—চন্দ্রহাস

কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতুমপ্যাঁচা
প্রমথ চৌধুরী—বীরবল
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—বনফুল
বিমল ঘোষ – মৌমাছি
অখিলনিয়োগী—স্বপনবুড়ো
বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র—বিরুপাক্ষ
দীপ্তেন সান্যাল—নীলকণ্ঠ
চারুচন্দ্র চক্রবর্তী—জরাসন্ধ
মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়—শংকর
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—সুনন্দ
সুবোধ ঘোষ—সুপান্থ
গৌরকিশোর ঘোষ—রূপদর্শী
নারায়ণ সান্যাল—বিকর্ণ
শ্রীকৃষ্ণ দাস—অজাতশত্রু
মধুসূদন মজুমদার - দৃষ্টিহীন
প্রবোধবন্দ্যোপাধ্যায়-মানিকব্যানার্জী
বিনয় ঘোষ—কালপেঁচা
তরুণ রায় - ধনঞ্জয় বৈরাগী
প্রফুল্ল লাহিড়া—কাফী খাঁ
শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত—দাদা ঠাকুর

বাঙালীর আসল নাম

শ্রীচৈতন্য—বিশ্বরূপ মিশ্র
রামকৃষ্ণ—গদাধর চট্টোপাধ্যায়
বাঘাযতীন—যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বিবেকানন্দ—নরেন্দ্রনাথ দত্ত
ওঙ্কারনাথ—প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়
মানবেন্দ্রনাথ রায়—নরেন্দ্র ভট্টাচার্য

বাঙালীর খেতাবী নাম

আসল নাম **খেতাবী নাম**

ভারতচন্দ্র রায়—রায় গুণাকর
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী—কবিকঙ্কণ
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্য সম্রাট
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রাষ্ট্রগুরু
নরেন্দ্রনাথ দত্ত—স্বামীজি
চিত্তরঞ্জন দাস—দেশবন্ধু
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—মহর্ষি
সূর্য সেন—মাষ্টারদা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিশ্বকবি

আসল নাম **খেতাবী নাম**

সুভাষচন্দ্র বসু—নেতাজী
কেশবচন্দ্র সেন—ব্রহ্মানন্দ
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—দেশপ্রিয়
পি.সি. সরকার—যাদুসম্রাট
কালিদাস রায়—কবিশেখর
বীরেন্দ্রনাথ শাসমল—দেশপ্রাণ
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—বাংলার বাঘ
ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা—বিদ্যাসাগর
ফজলুল হক—শের-ই-বঙ্গাল

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কী? শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিত সংবাদপত্র "সমাচারদর্পণ" বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় ছাপা হত। ১৮১৮ সালে ২৩শে মে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন, ডঃ জে. সি. মার্শম্যান।

প্রথম বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র কী? কবি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর। ১৮৩১ সালের ২৮শে জানুয়ারী প্রথম প্রকাশ হয়।

বাঙালী সম্পাদিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কী? গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পাদিত বাংলা গেজেট। প্রথম প্রকাশ ১৮১৮ সালে জুন মাসে।

বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম বাংলা মাসিকপত্র কী? দিগদর্শন।

বাঙলাভাষায় প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা কী? বিবিধার্থ সংগ্রহ রাজেন্দ্র লাল মিত্র সম্পাদিত।

বাঙলাভাষায় মহিলাদের জন্য প্রধান মাসিকপত্র কী? "বামাবোধিনী পত্রিকা" উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত।

বাঙলা ভাষায় ছোটদের প্রথম পাক্ষিক পত্রিকা কি ?—"বালকবন্ধু" ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত।

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসকবৃন্দ

রাজ্যপাল—শ্রীটি. ভি. রাজেশ্বর।

মন্ত্রিসভা

(পূর্ণমন্ত্রী)

১। শ্রীজ্যোতি বসু—মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, উন্নয়ন, পরিকল্পনা, বাণিজ্য, শিল্প, আবাসন এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তর।

২। শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী—ভূমি ও ভূমিসংস্কার, পঞ্চায়েত দপ্তর।

৩। শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য—তথ্য ও সংস্কৃতি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও পৌর উন্নয়ন দপ্তর।

৪। শ্রীঅসীমকুমার দাশগুপ্ত—অর্থদপ্তর।

৫। প্রশান্তকুমার শূর—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণদপ্তর।

৬। শ্রীপ্রবীর সেনগুপ্ত—বিদ্যুৎ দপ্তর।

৭। শ্রীকানাই ভৌমিক—ক্ষুদ্রসেচ দপ্তর।

৮। শ্রীকিরণময় নন্দ—মৎস্য দপ্তর।

৯। শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়—সেচ ও জলপথ দপ্তর।

১০। শ্রীবিশ্বনাথ চৌধুরী—ত্রাণ, কল্যাণ ও কারা-দপ্তর।

১১। শ্রীনির্মল কুমার বসু—খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর।

১২। শ্রীকমলকান্তিগুহ—কৃষি দপ্তর।

১৩। শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল—সমবায় দপ্তর।

১৪। শ্রীকান্তি বিশ্বাস—প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তর।

১৫। শ্রীসুভাষ চক্রবর্তী—ক্রীড়া, যুব কল্যাণ ও পর্যটন দপ্তর।

১৬। শ্রীশ্যামল চক্রবর্তী—পরিবহণ দপ্তর।

১৭। শ্রীআবদুল কাইয়ুম মোল্লা—আইন ও বিচার দপ্তর।

১৮। শ্রীদীনেশচন্দ্র ডাকুয়া—তফসিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসী কল্যাণ দপ্তর।

১৯। ডাঃ অম্বরীশ মুখোপাধ্যায়—পরিবেশ ও বন দপ্তর।

বাঙালীর আসল নাম

শ্রীচৈতন্য—বিশ্বরূপ মিশ্র	বিবেকানন্দ—নরেন্দ্রনাথ দত্ত
রামকৃষ্ণ—গদাধর চট্টোপাধ্যায়	ওঙ্কারনাথ—প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়
বাঘাযতীন—যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	মানবেন্দ্রনাথ রায়—নরেন্দ্র ভট্টাচার্য

বাঙালীর খেতাবী নাম

আসল নাম	খেতাবী নাম	আসল নাম	খেতাবী নাম
ভারতচন্দ্র রায়	রায় গুণাকর	সুভাষচন্দ্র বসু	নেতাজী
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	কবিকঙ্কণ	কেশবচন্দ্র সেন	ব্রহ্মানন্দ
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাহিত্য সম্রাট	যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	দেশপ্রিয়
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	রাষ্ট্রগুরু	পি.সি. সরকার	যাদুসম্রাট
নরেন্দ্রনাথ দত্ত	স্বামীজি	কালিদাস রায়	কবিশেখর
চিত্তরঞ্জন দাস	দেশবন্ধু	বীরেন্দ্রনাথ শাসমল	দেশপ্রাণ
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	মহর্ষি	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	বাংলার বাঘ
সূর্য সেন	মাষ্টারদা	ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা	বিদ্যাসাগর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বকবি	ফজলুল হক	শের-ই-বঙ্গাল

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কী? শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "সমাচারদর্পণ" বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় ছাপা হত। ১৮১৮ সালে ২৩শে মে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন, ডঃ জে. সি. মার্শম্যান।

প্রথম বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র কী? কবি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর। ১৮৩১ সালের ২৮শে জানুয়ারী প্রথম প্রকাশ হয়।

বাঙালী সম্পাদিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কী? গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পাদিত বাংলা গেজেট। প্রথম প্রকাশ ১৮১৮ সালে জুন মাসে।

বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম বাংলা মাসিকপত্র কী? দিগদর্শন।

বাঙলাভাষায় প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা কী? বিবিধার্থ সংগ্রহ রাজেন্দ্র লাল মিত্র সম্পাদিত।

বাঙলাভাষায় মহিলাদের জন্য প্রধান মাসিকপত্র কী? "বামাবোধিনী পত্রিকা" উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত।

বাঙলা ভাষায় ছোটদের প্রথম পাক্ষিক পত্রিকা কি ?—"বালকবন্ধু" ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত।

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসকবৃন্দ

রাজ্যপাল—শ্রীটি. ভি. রাজেশ্বর।

মন্ত্রিসভা

(পূর্ণমন্ত্রী)

১। **শ্রীজ্যোতি বসু**—মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, উন্নয়ন, পরিকল্পনা, বাণিজ্য, শিল্প, আবাসন এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তর।

২। **শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী**—ভূমি ও ভূমিসংস্কার, পঞ্চায়েত দপ্তর।

৩। **শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য**—তথ্য ও সংস্কৃতি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও পৌর উন্নয়ন দপ্তর।

৪। **শ্রীঅসীমকুমার দাশগুপ্ত**—অর্থদপ্তর।

৫। **প্রশান্তকুমার শূর**—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণদপ্তর।

৬। **শ্রীপ্রবীর সেনগুপ্ত**—বিদ্যুৎ দপ্তর।

৭। **শ্রীকানাই ভৌমিক**—ক্ষুদ্রসেচ দপ্তর।

৮। **শ্রীকিরণময় নন্দ**—মৎস্য দপ্তর।

৯। **শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়**—সেচ ও জলপথ দপ্তর।

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ চৌধুরী**—ত্রাণ, কল্যাণ ও কারা-দপ্তর।

১১। **শ্রীনির্মল কুমার বসু**—খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর।

১২। **শ্রীকমলকান্তিগুহ**—কৃষি দপ্তর।

১৩। **শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল**—সমবায় দপ্তর।

১৪। **শ্রীকান্তি বিশ্বাস**—প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তর।

১৫। **শ্রীসুভাষ চক্রবর্তী**—ক্রীড়া, যুব কল্যাণ ও পর্যটন দপ্তর।

১৬। **শ্রীশ্যামল চক্রবর্তী**—পরিবহণ দপ্তর।

১৭। **শ্রীআবদুল কাইয়ুম মোল্লা**—আইন ও বিচার দপ্তর।

১৮। **শ্রীদীনেশচন্দ্র ডাকুয়া**—তফসিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসী কল্যাণ দপ্তর।

১৯। **ডাঃ অম্বরীশ মুখোপাধ্যায়**—পরিবেশ ও বন দপ্তর।

২০। মহম্মদ আবদুল বারি—প্রথামুক্ত শিক্ষা, বয়স্ক-শিক্ষা, সমাজ-শিক্ষা।

২১। শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ রায়—ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর।

২২। শ্রীশান্তিরঞ্জন ঘটক—শ্রম দপ্তর।

প্রতিমন্ত্রী

শ্রীসৈয়দ ওয়াহেদরেজ্জা—অসামরিক প্রতিরক্ষা। শ্রীতামাং দাওয়া লামা—দমকল বিভাগ। শ্রীপ্রভাস ফদিকার—পশুপালন ও পশু-চিকিৎসা। শ্রীমহেশ্বর মুর্মু—তফসিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসী কল্যাণদপ্তর। শ্রীমতী ছায়া বেরা—ত্রাণ ও কল্যাণ দপ্তর। শ্রীবনমালী রায়—পরিবেশ ও বন দপ্তর। শ্রীআবদুল রজ্জাক মোল্লা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা (সুন্দরবন)। শ্রীরমনীকান্ত দেবশর্মা—ভূমি, ভূমি-সংস্কার, পঞ্চায়েত। শ্রীসরল দেব—গ্রন্থাগার।

বিধান সভার অধ্যক্ষ—মহম্মদ হাসিম আবদুল হালিম।
বিরোধী দলের নেতা—মহম্মদ আবদুস সাত্তার (কং-ই)
মুখ্যসচিব—শ্রীতরুন দত্ত।
স্বরাষ্ট্র সচিব—শ্রীএন. ভি. কৃষ্ণমূর্তি।
এ্যাডভোকেট জেনারেল—শ্রীনরনারায়ণ গুপ্ত।
পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডি, জি—শ্রীবিকাশকলি বসু।
কলকাতা পুলিশ কমিশনার—শ্রীবি, কে. সাহা।
কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি—পি. ডি. দেশাই
মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি—শ্রীরঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়।
উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি—শ্রীঅনিল বসাক।
কলকাতা পৌরসভার মেয়র—শ্রীকমল বসু।
হাওড়া পৌরসভার মেয়র—শ্রীস্বদেশ চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ

১। কলকাতা—ডা: ভাস্কর রায়চৌধুরী ২। যাদবপুর—শ্রীশঙ্কর সেন ৩। রবীন্দ্রভারতী—শ্রীভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪। বিশ্বভারতী—শ্রীনিমাইসাধন বসু ৫। বর্ধমান—শ্রীমোহিত ভট্টাচার্য ৬। উত্তরবঙ্গ—ডঃ কৃষ্ণনাথ চট্টোপাধ্যায় ৭। কল্যাণী—শ্রীকল্যাণ দাসগুপ্ত ৮। বিধানচন্দ্র কৃষি—শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত ৯। বিদ্যাসাগর—শ্রীমানস চ্যাটার্জী